CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 7 April, 2023 ■ আগরতলা ৭ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ২৩ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভোটের অকাল বোধন

২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে শুরু হয়েছে বিজেপির দেয়াল লিখন, আগরতলায় এই কর্মসূচিতে অংশ নেন দলের প্রদেশ সভাপতি।

২৪ না আসতেই লোকসভা নির্বাচনের দেওয়াল লিখন শুরু প্রদেশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ভোটের অকাল বোধন। ২৪ না আসতেই লোকসভা নির্বাচনের দেয়াল লিখন শুরু হল প্রদেশ বিজেপির। এদিন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের সূচনা করেছেন। বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করার জন্য ত্রিপুরার দুটি লোকসভা আসন উপহার দিতে হবে, সেই সংকল্প নিয়েছে প্রদেশ বিজেপি। এদিকে ইতিমধ্যেই বিজেপি পূর্বোত্তরের রাজগুলিতে বুথকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যে নানা ধরনের কর্মসূচি নেয়া হবে দলের তরফে।

প্রসঙ্গত, সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও আজ ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে। এদিন দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সূচনা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আগরতলায় রক্তদান শিবিরের আয়োজনও করা হয়েছে। বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ঘোষণা দিয়েছেন, আজ বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে প্রচারে ঝাঁপাবে দল।

উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার সারা দেশের সাথে রাজ্যেও ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়েছে। এদিন সকালে কৃষ্ণনগর দলীয় মুখ্য কার্যালয়ে মূল অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়েছে। সেখানে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনটির সূচনা করেছেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভার্চুয়াল ভাষন শোনার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেছেন প্রদেশ নেতৃবৃন্দ। ওই সময় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ দলের সকল স্তরের নেতৃত্ব ও দলীয় কার্যকর্তারা।

এদিকে, বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ওই রক্তদান শিবিরে অংশ গ্রহন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সারা রাজ্যের মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসছেন। বিশেষ করে যুব সমাজ রক্তদানে এগিয়ে আসছেন। তাই তিনি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তেও যুব সমাজকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সকালে বিজেপির ৮ বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে পথ চলতি লোকজনদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে।

আজ দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান থেকেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে ঝাঁপানোর বার্তা দিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ থেকেই বিজেপির প্রচার শুরু হয়ে গেছে। ফলে আজ থেকেই ত্রিপুরায় দুটি লোকসভা আসনে জয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

ধর্মনগরে চার বাংলাদেশী নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে চারজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে ধর্মনগর জিআরপি পুলিশ। তবে, তাদের মধ্যে তিনজনের বাংলাদেশী পরিচয়পত্র এবং অপর জনের কাছে ভারতীয় আধার কার্ড পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ওই আধার কার্ড ভুয়ো না কি আসল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ধর্মনগর জিআরপি থানার ওসি উত্তম কুমার কলই জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল এগারটা নাগাদ ধর্মনগর রেল স্টেশনে চারজন সন্দেহভাজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছিল। চারজনের মধ্যে তিনজনের বাংলাদেশী নাগরিকের পরিচয় পত্র পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু অপর জনের কাছ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

‘গণতন্ত্র আক্রান্ত’, দিল্লীতে বিরোধীদের তেরঙ্গা মিছিল

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল(হি.স.)।। বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে বৃহস্পতিবার কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বিরোধী দলগুলি তেরঙ্গা পদযাত্রা করল। সংসদ ভবন থেকে বিজয়চক পর্যন্ত এই পদযাত্রার সূচনায় ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। বিজেপির শাসনে ‘গণতন্ত্র আক্রান্ত’ এই অভিযোগ তুলে এই পদযাত্রা হয়। তেরঙ্গা পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিল ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, উদ্ধব সেনা, আম আদমি পার্টি, এনসিপি ও বামেরা।

বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ সংসদের এক নম্বর গেটের সামনে সোনিয়া জাতীয় পতাকা তুলে ধরেন। সেখানেই বিরোধী দলের এমপি-রা জমায়েত হয়েছিলেন। পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। উল্লেখ্য, বাজেট অধিবেশনের শেষদিনের প্রথা অনুযায়ী লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার চা-পানের নিমন্ত্রণ বয়কট করেন বিরোধী নেতারা। একইসঙ্গে এদিন অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা মুলতুবি ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গত, এদিনই বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, সামাজিক ন্যায়বিচার বিজেপির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোলাঘাটিতে নিখোঁজ বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ৬২ বছরের এক ব্যক্তির নিখোঁজের ঘটনায় গোটা পরিবার মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে।জানা যায় গোলাঘাটি বিধানসভার তালতলী থানাধিন কাঞ্চনমালা ১ নং ওয়ার্ডের ঋষি কলোনি এলাকার বাসিন্দা নিখিল ঋষি দাস একটি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

কোন এক সময় তিনি আগরতলায় বাশ বিক্রি করতেন। মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ার পর থেকে তিনি আগরতলায় বাশ বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বুধবার পুনরায় বাঁশ সাইকেলের মাধ্যমে আগরতলায় বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বের হন। কিন্তু বুধবার সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলেও নিখিল ঋষি দাস বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে সত্তরোর্ধ ব্যক্তির কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। দশ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে সত্তরোর্ধ এক ব্যক্তির কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদন্ডের রায় দিয়েছে বিলোনিয়া বিশেষ আদালত। ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর অভিযুক্ত অনিল দাসকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিচারক আশুতোষ পান্ডে।

ওই মামলায় স্পেশাল পিপি প্রভাত চন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন, ২০২২ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিলোনিয়া মহকুমায় রাজনগরের নীহারনগর এলাকায় রাবার বাগানে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন অনিল দাস। ওইদিন দুপুর বারটা নাগাদ মা-বাবার অনুপস্থিতিতে দশ বছর এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে রাবার নিয়ে ধর্ষণ করেছিলেন তিনি। রাতেই ধর্ষিতা নাবালিকা বিষয়টি তার বাবা-মাকে জানিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ৬ সেপ্টেম্বর নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে পিআর বাড়ি থানায় অনিল দাসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল। মামলার তদন্ত সমাপ্ত করে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩৭৬(এবি) এবং পকসো আইনের ৬ ধারায় আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছিলেন তদন্তকারী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়পাথরিতে ওষুধের দোকানে দুষ্কৃতিকারীদের তাণ্ডব, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিকারীরা ঔষুধের দোকানে তান্ডব চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, গ্রামীণ ব্যাঙ্কেও লুটপাটের চেষ্টা করেছে দুষ্কৃতিকারীরা, এমনও অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিলোনিয়া বড়পাথরি এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। রাধা গোবিন্দ হোমিও হলের মালিক গোপাল চৌধুরী থানায় দুষ্কৃতিদের নাম দিয়ে মামলা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, বিপ্লব সরকার ও তাঁর সাগরেদদের যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ বড়পাথরি বাজারের ব্যবসায়ীরা।

বৃহস্পতিবার সকালে ঔষুধের দোকান খুলতে গিয়ে ভাংচুরের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন রাধা গোবিন্দ হোমিও হলের মালিক গোপাল চৌধুরী। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তিনি দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল রাতে স্থানীয় বিপ্লব সরকার ও সাগরেদরা মিলে দোকানে ভাংচুর করেছেন। এছাড়া, পাশেই স্টেট ব্যাঙ্কের ব্যানার ছিড়ে ফেলেছেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্কেও লুটপাট চালানোর চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, সিসি ক্যামেরা ভাংচুর করেছে। তিনি বলেন, ওই দুষ্কৃতিদের যন্ত্রনায় বাজার ব্যবসায়ীরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালবৈশাখী ঝড়ে তছনছ বিমান বন্দরের পার্কিংয়ের জায়গা, ক্ষতিগ্রস্ত ১৮টি বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। কালবৈশাখী ঝড়ে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে পার্কিংয়ের জায়গা লন্ডভন্ড হয়েছে। প্রাকৃতিক বির্পযয়ে বিশালাকার গাছ ভুপাতিত হওয়ায় ১৮টি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিমান বন্দরের জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ মহারাজা বীর বিক্রম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কালবৈশাখীর ঝড় আছড়ে পড়ে। তাতে বিশাল আকৃতির একটি গাছ ভুপাতিত হয়েছে। ওই গাছ ভেঙ্গে পড়ে পার্কিংয়ের জায়গায় রাখা ১৮টি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি জানান, গাছ উপড়ে পড়ার ফলে বেশ কয়েকটি বাইক চাপা পড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর দাবি, ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ বাইক বিমান বন্দরে কর্মরত কর্মীদের ছিল। তবে, বিমানবন্দরে আসা যাত্রীদের পরিজনদের বাইকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বস্তির বিষয় হল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কেউ হতাহত হননি।

এদিকে খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ এসেছে। পুলিশ ও দমকল কর্মীদের সহযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত বাইক গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও এদিন প্রচন্ড গতিতে বাতাস প্রবাহিত হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় গাছপালা ভেঙ্গে পড়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। যদিও তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। এদিকে, রাজ্যের মহকুমা প্রশাসনগুলির তরফ থেকে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

কদমতলায় ষাটোর্ধ বৃদ্ধের ফাঁসিতে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ফাঁসিতে আত্মঘাতী ষাটোর্ধ এক বৃদ্ধ। মৃত ব্যক্তির নাম মতিলাল দেব, বয়স ৬১ বছর। বাড়ি উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন ব্রজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের দেব পাড়া এলাকায়।

জানা যায় বৃহস্পতিবার সকালে মতিলাল দেবকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে বাড়ির পাশের তাদের নিজের দোকানে যায় স্ত্রী সুজাতা দেব। দোকানে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলন্ত স্বামীর দেহ দেখতে পান। সাথে সাথে তিনি স্বামীকে উদ্ধার করেন। স্বামীকে উদ্ধার করার পর তিনি দেখতে পান স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে ছুঁটে আসে পাড়া প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানার পুলিসকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রা মথার কৌশল কোন পথে এগুবে

আবেগের রাজনীতি বেশী দিন স্থায়ী হয় না

● দেবাশিষ ঠাকুর ●

ছোট বেলায় পড়তাম ‘সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের ন্যায়’। আজকের এই পড়ন্ত বেলায় শৈশবের স্মৃতি রোমন্থনে মাঝে মাঝেই আপ্লুত হই। মনে হয় সময় বড় সংকীর্ণ। অতি দ্রুত তার চলমান গতি। সমাজ সংসার রাজনীতি সবক্ষেত্রেই সময় বড় বেশী বিচলিত করে। মানুষকে অনেক বেশী সন্ত্রস্ত করে। আজকের এই সময়ে আমি বড় বেশী সন্ত্রস্ত। সন্ত্রস্ত এই কারণে যে, সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে যে মানবতাবোধ, মনুষ্যত্বের যে আবেদন তা যেন দিন দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতির কড়াল ছায়া কত মানুষকে যে ভাবিয়ে তুলেছে, বেঁচে বর্তে থাকার ভাবনা আজ কত বেশী চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তা নিশ্চয়ই সমাজ সচেতন মানুষ মাত্রেই অনুভব করতে পারছেন। রাজনীতি আজ মানুষের সামনে বড় প্রশ্নের চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের জন্য রাজনীতি না রাজনীতির জন্য মানুষ। এই ভাবনা আজ অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক। ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস বড় বৈচিত্রময়। মোঘল শাসন, পরবর্তী সময়ে ইংরেজের শাসন ভারতকে যে শিক্ষা দিয়েছে তার কতটা আমরা আজকে এই সময়ে গ্রহণ করতে পারছি। তা অনুভব করতে পারছি এটা আজ ভাববার বিষয়।

ভারতবর্ষের রাজনীতি বড় আঁকাবাকা পথে এগুচ্ছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বাধীনতা আজ কতটা রক্ষিত হয়েছে সেই প্রশ্ন বারবার উঠছে। ত্রিপুরার রাজনীতির অঙ্গনে নতুন ভাবনা ও চেতনা কতখানি এসেছে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রশ্ন রয়েছে। রাজনীতি এমন একটি জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে মানুষের আবেগকে পুঁজি করে রাজনীতির ফসল ঘরে তোলার যে প্রবণতা তা এককথায় ত্রিপুরার ভাগ্যকে বিড়ম্বিতই করছে। ভাববার বিষয় যে ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরুর লগ্ন থেকে দীর্ঘ সময় উপজাতিদের নিয়ে তাঁদের আবেগ নিয়ে রাজনীতি হয়েছে। উপজাতিদের উপর নির্ভর করে যেসব দল রাজনীতির ফসল তুলেছে সেইসব অধিকাংশ দলই বিস্মৃতীর অতলে তলিয়ে গিয়েছে। উপজাতি যুব সমিতি, টিএনভি, আইএনপিটি ইত্যাদি দলগুলির এখনও কেউ নামও নেয় না। তিপ্রা মথা সুপ্রিমো মহারাজ প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। তিনি বোধহয় নিজেও জানেন না তাঁর এবং তাঁর দলের ভবিষ্যৎ পরিণতি কি। সিপিএম কংগ্রেসকে টুপি পরিয়ে তিপ্রা মথা রাজ্যের রাজনীতিতে যে নজির সৃষ্টি করেছে তার তুলনা হয় না।

উপজাতি নির্ভর দলগুলির সংকট দিনে দিনেই বেড়েছে। শুধু সংকট নয় দল নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সিপিএমের মতো দীর্ঘদিনের লড়াকু দল, যে দল এই ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি এলাকায় তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নিয়েছিল। যেদিন থেকে উপজাতি অংশের মানুষ সিপিএমের উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সেদিন থেকেই এই বিপ্লবী দলকে দুঃসময় গ্রাস করে। উপজাতিদের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি থাকার কারণেই দীর্ঘদিন এডিসির ক্ষমতায় ছিল সিপিএম বা বামফ্রন্ট। যখন গত এডিসি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৭৬ ▫ ৭ এপ্রিল ২০২৩ ইং ▫ ২৩ চৈত্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

কোন পথে যুব সমাজ ?

ওষুধের দোকান এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলি অবাধে নানা অবৈধ কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। সরকারের হাতে ইহার নিয়ন্ত্রণ থাকিবার কথা থাকিলেও সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতেছে না সরকার ও প্রশাসন। সেই দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগাইয়া একাংশের ঔষধ ব্যবসায়ী এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর মালিকরা বেআইনী কাজকর্ম চালাইয়া যাইতেছে। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই ঔষধের দোকান হইতে নানা ঝুঁকিপূর্ণ ঔষধ সাধারণ মানুষের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। ঝুঁকিপূর্ণ ঔষধ সেবন করিয়া বহু প্রাণ অকালে ঝরিয়া যাইতেছে। বহু মানুষ ঔষধ সেবন করিয়া সুস্থ হইবার বদলে আরো জটিল রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলিতেও রোগ নির্ণয়ের অন্তরালে নানা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইতেছে। বেআইনিভাবে ভ্রুণ নির্ধারণ সহ নানা কেলেঙ্কারি ঘটিতেছে। এ ধরনের বহু ঘটনা প্রতিনিয়ত নজরে আসিতেছে। অতি সম্প্রতি যৌনক্ষমতা বর্ধক ট্যাবলেট খাইয়া এমন মর্মান্তিক পরিণতি নাগপুরের এক যুবকের। হোটেলে বান্ধবীকে নিয়া গিয়াছিলেন নিজেদের মতো করিয়া সময় কাটাইবেন বলিয়া। একটা সময় উদ্দাম যৌনতার নেশা চাপিয়া বসে যুবকের মাথায়। মদ্যপানের পাশাপাশি ৫০ মিলিগ্রাম ডোজের দুটি ভায়াগ্রা ট্যাবলেট খাইয়া ফেলেন তিনি।যৌনক্ষমতা বর্ধক ট্যাবলেট খাইয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন যুবক! চিকিতসকরা জানাইয়াছেন সেরিব্রোভাস্কুলার হ্যামারেজ হইয়া যাওয়ার কারণেই প্রাণ হারাইয়াছেন তিনি। সেই সঙ্গে চিকিতসকরা এটাও জানাইয়াছেন যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ধরনের উত্তেজক ওষুধ কখনই খাওয়া উচিত নয়। যাহাদের শরীরে উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা রহিয়াছে, তাঁহাদের ক্ষেত্রে ডোজ বেশি হইয়া গেলে মাথায় অক্সিজেন কম পৌঁছাইতে পারে। হইতে পারে হার্ট অ্যাটাক। তাই চিকিতসকদের সাবধানবাণী প্রেসক্রিপশন ছাড়া এমন ট্যাবলেট কখনই খাওয়া উচিত নয়।তবে চিকিতসকদের সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়াই এই ধরনের ভায়াগ্রা দেদার বিক্রি হইতেছে দেশজুড়িয়া। এছাড়া ব্যথা কমানোর জন্য রোগীদের শরীরের অবস্থা বুঝিয়া চিকিতসকরা স্টেরয়েড মেডিসিন নিতে বলেন। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে মুড়ি-মুরকির মতো এগুলি বিক্রি হইতে দেখা যায়। প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধের দোকানগুলি তাহা বিক্রি করিয়া থাকে। এর ফলে সবার অজান্তে শরীরের বাঁধিতেছে রোগের বাসা।

নাগপুরের ওই যুবকের এমন মর্মান্তিক পরিণতি হইয়াছে বলিয়াই বিষয়টি নিয়া চর্চা শুরু হইয়াছে। তবে এটা আজ আর নতুন কোনও বিষয় নয়। যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তরুণ থেকে প্রৌঢ়, এমনকী বৃদ্ধদের একাংশ পর্যন্ত ভায়াগ্রার মতো ট্যাবলেট নিয়মিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কেউ হয়ত মারা যাইতেছেন না, কিন্তু শরীরে এগুলির জন্য কোন কোন রোগ উঁকি মারিতেছে সেটা জানিতে পারিছেন না তাঁহারা। যখন জানিতে পারবেন তখন কিন্তু দেরি হইয়া যাইবে। আসলে ভারতে এ বিষয়ে খাতায় কলমে কড়া আইন থাকিলেও বাস্তবে তাহার প্রয়োগ হয় না বলিলেই চলে। স্থানীয় প্রশাসন এক্ষেত্রে নীরব দর্শক হইয়া বসিয়া থাকে। আর একশ্রেণির ব্যবসায়ী মুনাফা লোটার জন্য আইন কানুনের তোয়াক্কা না করিয়া প্রেসক্রিপশন ছাড়াই বিক্রি করিয়া চলিয়াছেন ভায়াগ্রার মতো ট্যাবলেট। নাগপুরের ঘটনার পর হয়ত এ বিষয়ে একটু লোকদেখানো ততপরতা বাড়াইবে প্রশাসন। তাহার পর সব কিছু আগের মতোই হইয়া যাইবে। তাই মানুষ সচেতন না হইলে এইভাবে জীবনের ঝুঁকি কিন্তু থাকিয়াই যাইতেছে।

নাজিরার গেলেকিতল মরানগাঁওয়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

নাজিরা (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.) : শিবসাগর জেলার অন্তর্গত নাজিরার গেলেকিতল মরানগাঁওয়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে গেছে একটি বসতবাড়ি। মরানগাঁওয়ের বাসিন্দা জনৈক বাবা চাউদাঙের বসতবাড়িতে সংঘটিত হয়েছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। জানা গেছে, বুধবার মধ্যরাতে বাবা চাওদাঙ সপরিবারে বাড়ি সংলগ্ন জয়মতী স্মৃতি দিবস অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তখনই তাঁর বাড়িতে আগুনের সূত্রপাত হয়। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ঘরের আসবাবপত্রের পাশাপাশি গৃহপালিত ছাগল, হাঁস-মুরগি সহ বহু সম্পত্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত এই খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী নিয়ে গেলেকি থানার পুলিশ মরানগাঁওয়ে বাবা চাওদাঙের বাড়িতে যায়। ততক্ষণে আগুনের করাল গ্রাসে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় বাবা চাওদাঙের পরিবার।

অবশেষে তিন বছর পর প্রত্যাবর্তন ,আজ ইডেনে খেলতে মুখিয়ে রয়েছেন নারাইন

কলকাতা, ৬ এপ্রিল(হি.স.) : অবশেষে তিন বছর পর প্রত্যাবর্তন। আজ ইডেন গার্ডেন্সে খেলতে নামবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। মুখোমুখি হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের। ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন নাইট রাইডার্স এর দীর্ঘদিনের সঙ্গী সুনীল নারাইন।

দীর্ঘদিন পর ইডেনে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে নারাইন বলেন, ”এতদিন ধরে কেকেআরের হয়ে খেলছি, তাই ইডেন গার্ডেন্সে খেলতে নামলে একেবারে ঘরের মাঠে খেলছি বলেই মনে হয়। ইডেনে খেলতে খুবই ভাল লাগে, কারণ এখানকার দর্শকদের বিষয়ে আমরা অবগত। তাই মাঠে নামার আগে কোনওরকম অনিশ্চয়তা থাকে না। এখানে খেলার স্মৃতিগুলি খুবই মিষ্টিমধুর, আর এখানকার লোক, গ্যালারিতে সমর্থনের কথা না বললেই নয়। দর্শকদের সামনে আবারও খেলার অনুভূতিটা দারুণ হতে চলেছে।”

হনুমান জয়ন্তীর পরিস্থিতি দেখতে পথে রাজ্যপাল

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পালিত হচ্ছে হনুমান জয়ন্তী। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেমন কাজ করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ, তা দেখতে এদিন সকাল সকাল রাস্তায় নামেন খোদ রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান রাজ্যপাল। কথা বলেন সাধারণ কিছু মানুষের সঙ্গেও।

রাজ্যে ৩ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। কলকাতা শহরের জোড়াবাগান-গার্ডেনরিচ, চারু মার্কেট, একবালপুর, হেস্টিংস-সহ ৬ জায়গায় টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রতিটি এলাকায় ১ সেকশন করে বাহিনীর টহল চলছে। এছাড়া, হাওড়া, পোস্তা-সহ একাধিক এলাকায় মোতায়েন হয়েছে বাহিনী। বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানও নিরাপত্তা আঁটসাট। রাজ্য পুলিশের সঙ্গে রুট মার্চ করছে আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা।রামনবমীর মতো গোলমাল যেন ফের হনুমান জয়ন্তীতে না হয়। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী হনুমান জয়ন্তীর দিনে বাড়তি নিরাপত্তার স্বার্থে তিন কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। যা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করছে প্রশাসনের একাংশ।প্রশাসনিক সূত্রে খবর, প্রাথমিক ভাবে হুগলি, ব্যারাকপুর এবং কলকাতায় ওই বাহিনী থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে রাজ্যের পুলিশও। সম্প্রতি রামনবমীর মিছিল ঘিরে যথেষ্ট গোলমালের সাক্ষী থেকেছে হাওড়া। সেখানে আলাদা ভাবে কোনও আধাসেনা মোতায়েনের কথা বুধবার বলা হয়নি। তবে প্রশাসনিক সূত্রে দাবি, পরিস্থিতি বুঝে যে কোনও সময়ে কলকাতায় রাখা আধাসেনাকে হাওড়ায় নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

হস্তি প্রকল্পের তিরিশ বছর

এটা ক্রমেই অবধারিতভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবিলা করতে জৈববৈচিত্র সংরক্ষণ একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৌশল। তা সত্বেও, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ হল একটি জটিল প্রয়াস, কেননা জীবজগতের সম্প্রদায় সমূহ তাদের পরিবেশের সংগে গভীর জটিলতা নিয়ে বিজড়িত। এই সমস্যাকে অতিক্রম করতে কিছু নির্বাচিত মূল বিষয়ের সংরক্ষণের উপর নজর দিতে হয় এবং হস্তি জাতীয় প্রাণী সহায়তা করতে পারে এ ক্ষেত্রে। বৈশ্বিকভাবে বিপদাপন্ন এশীয় হাতি (এলিফাস্ ম্যাক্সিমাস্) ভারতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

ভারতে মানুষ ও হাতির মধ্যে মেলামেশার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর, এবং বিশ্বে এর কোনো তুলনা নেই, হাতিকে সমৃদ্ধির একটি লক্ষ্মণ হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়। তারা আমাদের সংস্কৃতি বিগ্রহ-দেবতা এবং আমাদের ধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য ও লোককথার অংশ। ভারতীয় মহাকাব্যগুলি হাতির প্রসঙ্গে ভরপুর। এমনকী এ কথাও বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান গণেশ তাঁর একটি ভাঙ্গা দাঁত দিয়ে মহাভারত রচনা করেছিলেন। ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উষালগ্ন থেকে অন্যান্য পর্বতসংকুল দেশগুলির তুলনায় এদেশে হাতির সংখ্যা অনেক বেশি স্থিতিশীল। এক্ষেত্রে ভারতের রয়েছে শক্তিশালী আইনগত সংস্থান, যেমন, ‘বন্যপ্রানী (সংরক্ষন) আইন, ১৯৭২’ যা হস্তিকূলকে শীর্ষতম আইনি সুরক্ষা দেয়, তারা অরণ্যবাসী অথবা মানুষের লালন পালনে যেভাবেই থাকুক না কেন এই আইনি সুরক্ষা সমগ্র হস্তি প্রজন্মের জন্য নির্ধারিত। বিগত ৯ বছরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তত্বাবধানে, হাতিদের সংরক্ষিত করতে এক দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভারত এক অতিকায় প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

সম্মিলিতভাবে ভারতের মোট ভু-ভাগের প্রায় ৫ শতাংশ এলাকায় হাতিদের দেখা যায়। হাতিদের বর্তমান আরণ্যক বিচরণ ভূমি ‘সংরক্ষিত এলাকা’ এবং অরণ্যের বহুবিধ ব্যবহার্য অঞ্চলের অন্তর্গত। এছাড়াও তারা অরন্য এলাকা সমূহের মধ্যবর্তী মানব-নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলিও চলাচলের জন্য ব্যবহার করে থাকে। হাতির দাঁত চোরাই শিকার ভারতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু এরজন্য আফ্রিকায় হাতি সংরক্ষণ করাটা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকগুলিতে চিত্রটা এমন ছিল না, ওই সময় আমরা অর্থলোভী আন্তর্জাতিক অবৈধ হাতির দাঁতের বাজারের দ্বারা মদতপ্রাপ্ত চোরাই শিকারের ফলে আমরা অসংখ্য হাতির দাঁত হারিয়ে ফেলেছি। এই হত্যাকান্ড হস্তি সংরক্ষণকে এক ভয়াবহ হুমকির মুখে ঠেলে দিল এবং তখনই দেখা দিল রাজ্য সমূহ ও কেন্দ্রের মধ্যে সক্রিয় সমন্বয়ের দ্বারা একটি স্থিরলক্ষ্য নিয়ে সংরক্ষণকে পুনরায় শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা। এই চিন্তাভাবনা থেকেই ‘ব্যাঘ্র প্রকল্প’-এর অনুসরণে ১৯৯২-এ আশাব্যঞ্জক ‘হস্তি প্রকল্প’-এর সূচনা করা হল। প্রসঙ্গত, ‘ব্যাঘ্র প্রকল্প’-র জন্যই বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার প্রবণতাকে রোধ করে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। বর্তমানে হাতি সংরক্ষণ ও কল্যাণ কর্মের জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানে ‘হস্তি প্রকল্প’ হল পৃষ্ঠপোষকতামূলক একটি যোজনা। হস্তি প্রকল্পের আওতায় হস্তি সংরক্ষণ এলাকা সমূহ মূল ব্যবস্থাপনা এবং ভিত্তি কেন্দ্র। এ পর্যন্ত সারা ভারত জুড়ে ৮০,৭৭৮ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে ৩৩-টি হস্তি সংরক্ষিত অঞ্চল। ২০২২ সালে ভারতে হস্তি প্রকল্পের ৩০ বছর পূর্ণ হল। হস্তি প্রকল্প হাতি সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ সমূহকে জোরদার করেছে। বিগত দুই বছরে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সমূহে দুইটি নতুন হস্তি সংরক্ষণ অঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে। তরাই হস্তি সংরক্ষণ অঞ্চলটি দুধুয়ায় চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এটা ভারত ও নেপালের মধ্যে আন্ত-সীমান্তগত সমস্যার মোকাবিলা করতে উত্তর-প্রদেশের প্রাকৃতির পটভূমিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তামিলনাড়ুর ওয়েস্টার্ন ঘাট পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চলে আগস্থিয়ার মালাই হস্তি সংরক্ষণ অঞ্চলটি পেরিয়ার এবং আগস্থিয়ার মালাই প্রাকৃতিক পটভূমির মধ্যে যোগাযোগ সূত্রকে পুরুদ্ধার কল্পে নির্ধারণ করা হয়েছে। হস্তি সংরক্ষণ করতে বিচরণ পথ সমূহের গুরুত্ব দিতে এবং মানুষ ও হাতির মধ্যে সংঘর্ষের সংখ্যা কমিয়ে আনতে যে স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে তা ভারত জুড়ে হস্তি বিচরণ পথ হিসেবে পরিচিত বাস্তবতা নির্ভর কাজকে রূপায়ণ করা হচ্ছে হস্তি প্রকল্পের মাধ্যমে। তাতর্যপূর্ণভাবে, উত্তরাখন্ডে ছিল্লা-মোতিচুর, কেরালায় তিরুনেল্লি-কুদারাকোট এবং বেশ কিছু আন্ত:-অরন্য বিচরণ পথকে সাফল্যের সঙ্গে পুনরুদ্ধার করেছে। এই প্রথম, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২-এর সংস্থানের আওতায় ও ড়িশায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচরণ পথকে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রেল বিভাগ এবং এমওইএফসিসি-র মধ্যে রেল-সম্পর্কিত হস্তি সংঘর্ষ সমস্যা সমূহের সমাধান কল্পে নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈঠক করা হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান করতে উভয় মন্ত্রকই রাজ্য বন দপ্তর সমূহ এবং বিভিন্ন গবেষনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে চলেছে।

ভারতে হস্তি সংরক্ষণের কাজে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে মান ও হাতির মধ্যে সংঘর্ষ। সরকার এই সমস্যাটিকে মান্যতা দেয় এবং এই ধরনের সংঘর্ষের সংখ্যা কমিয়ে আনতে আনুষের পাশেই রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা হল একটি অভূতপূর্ব উদ্যোগ এবং এই বীমাকে এখন বণ্যপ্রাণী সম্পর্কিত শস্য হানির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা হয়েছে এ জন্য যে এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা যথাসময়ে ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাচ্ছে। সংঘর্ষের ঘটনায় সময় মতো সাড়া দেওয়ার প্রয়াসকে উন্নততর করা হচ্ছে এবং যথা সময়ে সহায়তামূলক অনুদান প্রদানের পন্থাকেও দ্রুততর করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

যেহেতু ভারত দ্রুত উন্নততর এবং অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তাই এখন আমাদের প্রকৃতি সংস্কৃতির বন্ধনকে আরোও সুদৃঢ় করার সময় এসেছে, এটা সময়ের চাহিদা। আমাদের পুরান, শিল্পকলা, ধর্ম ও ঐতিহ্য প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকার গুণাবলীর উপর জোর দেয়। হস্তি সংরক্ষণের বার্তাটি জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে এমওইএফসিসি এবং আসাম বন দপ্তর এ বছর ভারতে হস্তি প্রকল্পের ৩০ বছর পূর্তিকে ‘গজ উতব’ রূপে উদ্যাপন করবে। এই চমতার প্রজাতিটির সংরক্ষণ কল্পে আমাদের প্রতিশ্রুতি পালনের লক্ষ্যে সমবেতভাবে শথপ গ্রহণ করতে একটি সার্বজনীন মঞ্চত হয়ে উঠবে গজ উৎসব। ***(শ্রী ভুপেন্দর যাদব, মন্ত্রী,পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ভারত সরকার)***

তালেবানের দ্বিতীয় যুদ্ধ জোরেশোরে শুরু

আলতাফ পারভেজ

আফগানিস্তানে তালেবান মহাশক্তিধর সামরিক জোট ন্যাটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করেছে ২০২১ সালের আগস্টে। দুই বছর না পেরোতে নতুন করে আরেক শক্তির সামনে তাদের দাঁড়াতে হচ্ছে অস্ত্র হাতে। এবারের প্রতিপক্ষ ‘ইসলামিক স্টেট-খোরাসান’। সংক্ষেপে যে সংগঠনকে সবাই চেনে ‘আইএস-খোরাসান’ বা ‘আইএস-কে’ নামে। কেবল প্রান্তিক প্রদেশগুলোতে নয়, খোদ কাবুলে প্রতিদিন চোরাগোপ্তা গোলাগুলি চলছে এই দুই পক্ষে। ওয়াকিবহালদের মত, ক্রমে নতুন এক গৃহযুদ্ধে প্রবেশ করছে দেশটি। সেকালের খোরাসানে একালের আইএস ন্যাটোকে তাড়িয়ে কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর তালেবান প্রতিরোধের শঙ্কায় ছিল আহমদ শাহ মাসুদের পুত্র পানশিরকেন্দ্রিক আহমদ মাসুদের নেতৃত্বাধীন ‘নর্দার্ন এলায়েন্স’ বাহিনীর তরফ থেকে। কিন্তু ঘটেছে ভিন্ন। আঘাত হানছে ‘আইএস-কে’। সংগঠনটি ইরাক ও সিরিয়া অঞ্চলে ২০১৩-১৪ সালে গড়ে ওঠা ‘ইসলামিক স্টেট’-এর শাখা হিসেবে পরিচিত।

ভৌগোলিকভাবে খোরাসান নামটি একালে অনেককে বিভ্রান্ত করে। এ নামে ইরানে বিশাল এলাকা আছে, যা এখন তিনটি প্রদেশে বিভক্ত। এর বাইরেও পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান নিয়ে ‘বৃহত্তর খোরাসান’ বলে মানুষের মুখে মুখে একটা জনপদ চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐতিহাসিক সেই পুরো অঞ্চল ঘিরে ‘আইএস-খোরাসানে’র উপস্থিতি থাকলেও তাদের সশস্ত্র কাজের ভরকেন্দ্র এখন আফগানিস্তান। প্রায় আট বছর হলো এই শক্তি এই অঞ্চলে সক্রিয়। তবে ন্যাটোর বিরুদ্ধে তালেবানের চূড়ান্ত বিজয়ের পরই কেবল স্বতন্ত্র পরিচয়ে গেরিলা যোদ্ধাদল হিসেবে উত্থান ঘটছে এদেরআফগানিস্তানের পাশাপাশি পাকিস্তানেও।

জাতীয়তাবাদ বনাম খেলাফতপন্থা ইরাক ও সিরিয়ায় আইএসের জনবলের প্রাথমিক উৎস ছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বাথ পার্টির সংগঠকেরা। ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের পর সেখানে ধীরে ধীরে এ অবস্থা তৈরি হয়। অন্যদিকে আইএস-খোরাসানের জন্ম ও বিকাশ পাকিস্তানের তেহরিক-ই তালেবান পাকিস্তান বা টিটিপি এবং আফগানিস্তানের তালেবান কর্মীদের মধ্য থেকে। তবে এখন আফগান তালেবানের সঙ্গে আইএস-খোরাসানের সম্পর্ক অতি তিক্ত। তালেবান শক্তি চাইছে আইএস-খোরাসান আফগানিস্তানে তার সশস্ত্রতা বন্ধ করুক। যেহেতু আফগানিস্তানে এখন আর কোনো বিদেশি দখলদারত্ব নেইসুতরাং সশস্ত্রতা হতে হবে আত্মরক্ষামূলক, আক্রমণাত্মক নয়। তালেবানের এ রকম অবস্থানে উভয় শক্তির সংঘাত বেধেছে।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাতারের দোহায় তালেবান ন্যাটোর মুখ্য শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তিন পৃষ্ঠার যে ‘চুক্তি’ শেষে কাবুলে ক্ষমতা পেল, তাতে আফগানিস্তানে ‘সন্ত্রাসী’ কাজ বন্ধের অঙ্গীকার ছিল। এ ছাড়া এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্যও তার আইএস-খোরাসানকে নিয়ন্ত্রণ জরুরি। দোহা চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি তালেবানের দায়বদ্ধতাকে আইএস- খোরাসান প্রচার করছে আপসকামী কাজ হিসেবে।এই প্রচারের মাধ্যমে তারা ধর্মভীরু আফগানদের মধ্যে তালেবানকে অজনপ্রিয় করার কৌশল নিয়েছে। এ ছাড়া আইএস-খোরাসান তালেবানকে ‘জাতীয়তাবাদী’ হিসেবে তুলে ধরে নিজেদের আন্তর্জাতিক খেলাফতপন্থী দেখাতে আগ্রহী। আইএস-খোরাসানের এ রকম মতামত আফগানিস্তানে থাকা বিদেশের গেরিলাদের জন্যও সুবিধাজনক। আইএসের হামলা থামানো তালেবানের জন্য দুরূহ

এ অঞ্চলে আইএস-খোরাসানের সবচেয়ে বড় হামলা ছিল পাকিস্তানের বানু এবং মাসতাঙ্গে। ২০১৮ সালে ওই এক হামলায় প্রায় দেড় শ মানুষ মারা যায়। এরপর বড় আকারের তৎপরতা না চালালেও সম্প্রতি আফগানিস্তানে তাদের সামরিক কর্মকাণ্ড বেড়েছে। গত ১০ মার্চ তাদের হাতে বালখপ্রদেশের গভর্নর মৌলভি দাউদ মুজাম্মিল তাঁর দপ্তরে নিহত হন।

২৭ মার্চ তারা কাবুলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হামলায় সাত ব্যক্তিকে হত্যা করে। একই মন্ত্রণালয় লক্ষ্য করে কাছাকাছি স্থানের আরেক আক্রমণে ১১ জানুয়ারি আরও ১০ ব্যক্তিকে হত্যা করে আইএস-খোরাসান। ১ জানুয়ারি কাবুলের সামরিক একটি বিমানঘাঁটিতে তাদের অপর হামলায় ২০ ব্যক্তি মারা যায়। ডিসেম্বরে ৫ চীনা নাগরিকের ওপর হামলা হয়। সেপ্টেম্বরে রুশ দূতাবাসের দুই কর্মীকে হত্যা করা হয়। এসব হামলা ক্ষমতাসীন তালেবানের জন্য খুব বিব্রতকর। এতে এ রকম ধারণাই তৈরি হচ্ছেআফগান মাটিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ নয়। আবার নিরাপত্তাহীনতা যত বাড়ছেবিদেশি সাহায্য এবং বিনিয়োগ আসাও তত অনিশ্চিত হচ্ছে। দেশ চালাতে তালেবান প্রশাসনের এই উভয় বিষয় খুব দরকার। চীন ও রুশ নাগরিকদের ওপর হামলার মাধ্যমে আইএস-খোরাসান বেইজিং ও মস্কোকে যে বার্তা দিয়েছে, সেটা তালেবানের জন্য খুবই বিধ্বংসী। মাঠে আইএস-খোরাসান মোটেই নিয়মিত বাহিনীর মতো আচরণ করছে না। অধিকাংশ হামলা হচ্ছে আত্মঘাতী যোদ্ধাদের দ্বারা। এ রকম প্রতিপক্ষকে রুখতে পারা যেকোনো নিরাপত্তাব্যবস্থায় দুরূহ। সাম্প্রতিক আত্মঘাতী যোদ্ধাদের সংগ্রহ করা হচ্ছে তাজিক জনগোষ্ঠী থেকে।

এ অধ্যায়ের আরেক কৌতূহলোদ্দীপক দিকআইএস-খোরাসানকে দমাতে তালেবান যেমন পাকিস্তানের গোয়েন্দা সহায়তা চাইছেএকইভাবে পাকিস্তান নিজস্ব তালেবানকে (টিটিপি) থামাতে আফগান সরকারের মদদ চাইছে। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে কাবুলের তালেবানের গোয়েন্দা সংস্থা জেনারেল ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্সের (জিডিআই) ১০ সদস্যের একটা প্রতিনিধিদল গোপনে এসে এসব নিয়ে কথা বলে গেল পাকিস্তানে। জিডিআই প্রধান আবদুল্লাহ গজনবিও ছিলেন দলে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র

পাকিস্তানের জন্য আইএস-খোরাসান গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো। ধর্মভিত্তিক সশস্ত্র জোট তেহরিক-ই তালেবান পাকিস্তান বা টিটিপিকে মোকাবিলায় দেশটির বিভিন্ন বাহিনী খুব নাজেহাল অবস্থায় আছে। আইএস-খোরাসানের আক্রমণ টিটিপির চেয়েও নির্মম। টিটিপি ও আইএস- খোরাসানের তৎপরতা পাকিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতি যেমন নাজুক করে তুলেছে, তেমনি এতে আফগান সরকারের সঙ্গে তাদের অবিশ্বাস জন্মাচ্ছে। ইসলামাবাদে রাজনীতিবিদেরা মনে করেন, এই উভয় শক্তি কাবুলের সমর্থন ও সহযোগিতা পায়। কাবুলে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তান ভেবেছিল তার ওই সীমান্ত নিরাপদ হলো। বাস্তবতা হলো, ২০২১ সালের চেয়ে ২০২২ সালে দেশটিতে টিটিপি ও আইএস-খোরাসানের সশস্ত্রতা ২৭ শতাংশ বেড়েছে (এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, ৯ জানুয়ারি, ২০২৩)।

আফগানিস্তান ও আশপাশের দেশে আইএস-খোরাসানের উত্থানে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে তার উদ্বেগের কথা বলছে। ২০২১ সালের তথ্য-উপাত্তের আলোকে তারা মনে করে আফগানিস্তানে আইএস-খোরাসানের ২-৩ হাজার গেরিলা সক্রিয় আছে। যাদের অন্তত অর্ধেক ন্যাটো বাহিনী থাকার সময় বিভিন্ন কারাগারে বন্দী ছিল। তালেবান আমলে কারাগারগুলো খুলে দেওয়ায় এরা ছাড়া পায়। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র আইএস-খোরাসানের এখনকার উত্থানের জন্য তালেবানকে দায়ী করছে।

ক্রমাগত এ রকম দাবির মুখে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি তালেবান জিডিআই এক অভিযানেতাদের ভাষায়, আফগানিস্তানে আইএস-খোরাসানের গোয়েন্দাপ্রধান কারি ফাতেহকে হত্যা করেছে। কারি ফাতেহ আফগানিস্তানের পাশাপাশি সংগঠনটির ভারত এবং ইরান শাখারও গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পক ছিলেন বলে ২০২২ সালের জুলাইয়ে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল। ১৪ ফেব্রুয়ারি তালেবান সংগঠনটির আরেক কমান্ডার ইজাজ আমি আঙ্গারকেও হত্যা করে। আইএস—কের প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সাঈদ খানকে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৬ সালের আগস্টে এক বিমান হামলায় আফগানিস্তানের নানাগওহর প্রদেশ হত্যার দাবি করেছিল। তবে এরপরও সংগঠনটি নেতৃত্ববিহীন নেই এবং তার বিকাশও যে থেমে নেই, তালেবানবিরোধী তৎপরতা সে সাক্ষ্য দিচ্ছে। বর্তমানে অজ্ঞাত জায়গা থেকে এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সানাউল্লাহ গাফারি। সাহাব আল-মুহাজির নামেও তিনি পরিচিত। সাহাব একজন আরব। যা সাক্ষ্য দেয়, আফগানিস্তানে এখনো অনেক বিদেশি যোদ্ধা রয়ে গেছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অনেকে বলাবলি করছে, আইএস-খোরাসান আগামী ছয় মাসের মধ্যে ওয়াশিংটনের স্বার্থের ওপর আঘাত হানতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান উইলসন সেন্টারের মাইকেল কুগেলম্যান ২৩ মার্চ ফরেন পলিসিতে এবং ২৪ মার্চ টুইটারে এটা নিয়ে লিখেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এ রকম অনুমানের অন্তত একটা ভিত্তি হলো আর্থসামাজিক হতাশা থেকে অনেক তালেবান যোদ্ধা আইএস-খোরাসানের দিকে যাচ্ছে। এর সামরিক তাৎপর্য হলো এসব যোদ্ধার মাধ্যমে খুব সহজে তালেবানের ভেতরের খবর আইএসের হাতে চলে যাচ্ছে ক্রমাগত।

পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে

তালেবানের পক্ষে আইএস-খোরাসানকে মোকাবিলা খুব সহজ নয়। প্রথমত, উভয় শক্তির আদর্শ প্রায় একই রকম। বৈরিতাটা মূলত কৌশলগত। এ রকম সম-আদর্শের মানুষদের হত্যার নৈতিক ন্যায্যতা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা তালেবানের পক্ষে কঠিন। আবার এটাও সত্য, সংগঠনটি তাদের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করছে, প্রশাসন পরিচালনা কঠিন করে তুলছে। এদের কাজ আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে আফগানিস্তানকে সন্ত্রাসকবলিত দেশ হিসেবেই পরিচিত করে রাখছে, যা এখন আর তালেবানের কাম্য নয়। তবে আইএস-খোরাসান সমস্যা দমনের নামে তালেবান আন্তর্জাতিক সহানুভূতিও কাড়তে চায়। অর্থাৎ একে ব্যবহার করে নিজেদের শান্তিপূর্ণ ভাবমূর্তি গড়ে তোলারও সুযোগ নিতে চাইছে তালেবান। রাশিয়া ও চীন আইএস-খোরাসানকে থামাতে তালেবানের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এ সূত্রে তালেবানের সঙ্গে ভারতেরও নৈকট্য বাড়ছে, যা অনেকের কাছে অভাবনীয় ছিল। যুক্তরাষ্ট্র যে প্রায় নীরবে তালেবানের সঙ্গে ‘বন্দী’ বিনিময় করছে, সে—ও এ পর্যায়ে কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। পাঁচ-ছয় মাস আগে এ রকম এক ‘বিনিময়ে’র ভেতর দিয়েই ওয়াশিংটনের হাত থেকে ছাড়া পেলেন বশির নুরজাই। নিন্দুকেরা তাঁকে আফগানিস্তানে মাদক উৎপাদনের গুরু বলে থাকে। তালেবানের কাছে তিনি ছিলেন অর্থের অন্যতম উৎস। তালেবানের হাতে বন্দী নিজস্ব এক সৈনিককে ছাড়ানোর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র বশির নুরজাইকে ছেড়েছে বৃহত্তর এক বিবেচনায়। কান্দাহারের ‘নুরজাই’ ট্রাইবে বশিরের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তালেবানের ওপর মহল গড়ে উঠেছে নুরজাইদের নিয়ে। ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবানের সম্পর্ক কাছাকাছি আসতে দেখলে অনেকেই নিশ্চিতভাবে বশির নুরজাইর কথা স্মরণ করবেন তখন।

আফগান পরিস্থিতির নতুন এই বাঁকবদলের সময়ে আইএস-খোরাসানের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তার ফলাফল বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। তারা তালেবানের হাত থেকে আফগান সমাজের নেতৃত্ব নিতে চায়, যাতে অঞ্চলটি মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক ইসলামিক এস্টেটের প্রধান ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ তালেবান দ্বারা আফগান মাটি থেকে ন্যাটোকে তাড়ানোর ‘সুবিধা’ নিতে চায় তারা। ইরাক ও সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের চাপের মুখে আইএস-খোরাসানের নেতৃত্বের জন্য একটা ‘নিরাপদ অঞ্চল’ দরকার এখন। আফগানিস্তানের ভৌগোলিক গঠন এবং সামাজিক পরিস্থিতি এ রকম লক্ষ্যের সঙ্গে মানানসই। নানগারহর এবং কুনার প্রদেশে তাদের ইতিমধ্যে ভালোই উপস্থিতি দাঁড়িয়েছে। আইএস- খোরাসান একই সঙ্গে পাকিস্তানে নুর ওয়ালি মেসুদের নেতৃত্বাধীন টিটিপি প্রভাবিত অঞ্চলগুলোতেও সংগঠন শক্তিশালী করতে চাইছে। তাদের তৎপরতা পাকিস্তান প্রশাসনের সঙ্গে তালেবান প্রশাসনের সম্পর্ককেও চাপে রাখতে চায়। এতে তালেবান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তানের কাছ থেকে পাওয়া কূটনীতিক সহায়তাও হয়তো আর আগের মতো পাবে না। তালেবানের সম্ভাব্য ওই নিঃসঙ্গতায় আফগান জমিনে আইএস-খোরাসানের বিকাশ সহজ হতে পারে। গত দেড় বছরে দেশটিতে প্রশাসনিক দুর্নীতি অনেক কমে এলেও এবং আমদানি-রপ্তানি বাড়তে থাকলেও খাদ্যাভাবের মতো সমস্যায় তালেবান কর্মীসহ স্থানীয় অনেকে অসন্তোষ প্রকাশের বিকল্প কাঠামো হিসেবে আইএস-খোরাসানকে পছন্দ করতে পারে ধীরে ধীরে।

> জাতীয়তাবাদ বনাম খেলাফতপন্থা ইরাক ও সিরিয়ায় আইএসের জনবলের প্রাথমিক উৎস ছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বাথ পার্টির সংগঠকেরা। ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের পর সেখানে ধীরে ধীরে এ অবস্থা তৈরি হয়। অন্যদিকে আইএস- খোরাসানের জন্ম ও বিকাশ পাকিস্তানের তেহরিক-ই তালেবান পাকিস্তান বা টিটিপি এবং আফগানিস্তানের তালেবান কর্মীদের মধ্য থেকে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রতিষ্ঠা দিবসে দলিয় পাতাকা বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা

৪৩ বছরে নেতা-কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ মহিরুহে পরিণত হয়েছে ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : গত ৪৩ বছরে বিজেপির নেতা-কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই দল আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দলের জন্মদিবসে নয়া দিল্লির সদর দফতর থেকে বিজেপি-র কার্‌্যকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এমনটাই দাবী করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পরেই তাঁর মন্তব্য, "এখানেই থেমে গেলে হবে না। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। বড় স্বপ্ন দেখা আর সেই স্বপ্নপূরণের ক্ষমতা আপনাদের রয়েছে।" ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে 'পাখির চোখ' করেই যে তাঁর এই মন্তব্য, তা স্পষ্ট করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "২০১৪ সালে ইতিহাস গড়েছিলেন দেশবাসী। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।"

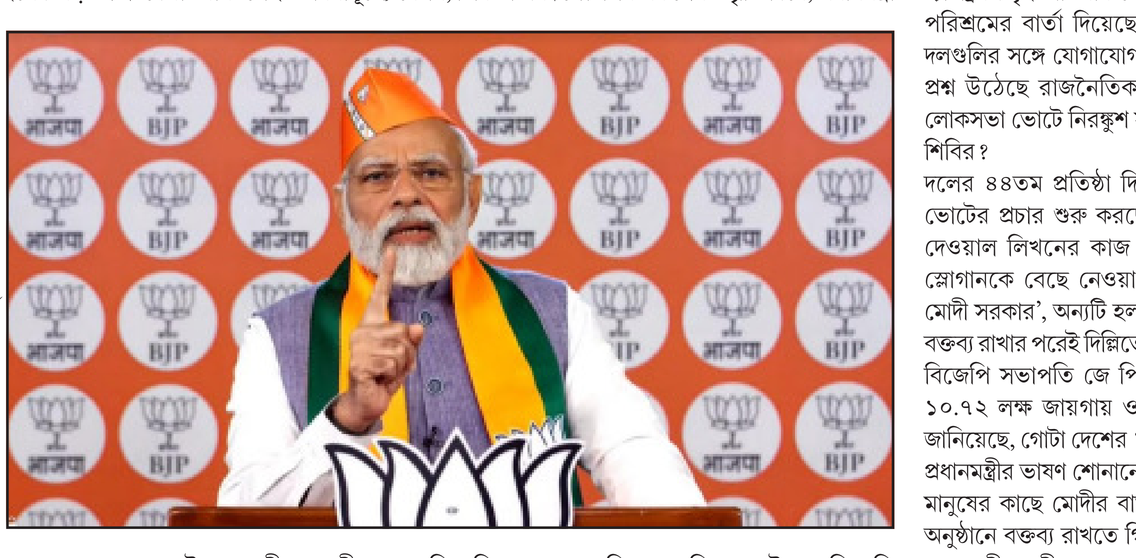

৪৪ তম বর্ষে পা দিয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল। বিজেপির এই বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এদিন দেশজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নয়া দিল্লির সদর দফতর থেকে বিজেপি-র কার্‌্যকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির কার্‌্যালয় থেকে নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ সম্প্রচার করা হয়। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমে সকলকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী দলের নেতা-কর্মীদের কাছে পবনপুত্র হনুমানের মতো কঠোর হাতে রাক্ষস দমনের আবেদন জানান। গত ৪৩ বছরে বিজেপির নেতা-কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই দল আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে বলে দাবি করেন মোদী।

তাঁর কথায়, "২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপিকে কেউ হারাতে পারবে না। কিন্তু আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিকের হৃদয় জয় করতে হবে।"দলের প্রতিষ্ঠা দিবসেও মোদীর নিশানায় ছিল 'কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্র'। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী শতাব্দীপ্রাচীন দলকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, "১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ছাড়লেও ওদের গোলামির মানসিকতার ইতি হয়নি।" কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের পাশাপাশি 'বাদশাহি' মানসিকতা এবং মানুষের সমস্যা উপেক্ষা করার অভিযোগও তুলেছেন মোদী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপি দিন-রাত এক করে দেশের জন্য কাজ করছে। আমাদের দল মা ভারতীর প্রতি উৎসর্গ। সংবিধান ও দেশ রক্ষায় ব্রতী বিজেপি। তিনি বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে সমস্ত কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কর্মীরা রক্ত-ঘাম ঝড়িয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বলেই আমরা দেশ সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছি। তিনি বলেন, বিজেপি "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রার্থনা" এই মন্ত্র নিয়ে কাজ করছে।

তাঁর সরকারের সাফল্যের তালিকা দিতে গিয়ে প্রথমেই জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিলের কথা বলেছেন মোদী। তার কথায়, "কাশ্মীরে শান্তির সূর্য্যোদয় হয়েছে।" আগামী ৬ বছর পরে বিজেপির ৫০ বছর পূর্তিতে নতুন সাফল্যের নতুন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার পক্ষেও সওয়াল করেছেন তিনি। সাংগঠনিক কার্‌্যকলাপে প্রযুক্তির আরও সাহায্য নেওয়ার কথাও বলেছেন।

বিনামূল্যে রেশন, চিকিতা এবং শৌচালয় প্রকল্পের উদ্ধৃতি দিয়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বিজেপির জোর সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর। বিজেপি সামাজিক ন্যায়বিচারের চেতনাকে আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করে। ৪০ কোটি মানুষ বিনামূল্যে রেশন পাওয়া সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিফলন। বৈষম্য ছাড়াই ৫ লাখ টাকা থেকে ৫০ কোটি দরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পায়েছে। এটা সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি শক্তিশালী অভিব্যক্তি। বৈষম্য ছাড়াই ৪৫ কোটি দরিদ্রের জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্তিমূলক এজেন্ডার একটি জীবন্ত উদাহরণ। ১১ কোটি মানুষকে শৌচালয় দেওয়া সামাজিক ন্যায়বিচার। তুষ্টি এবং বৈষম্য ছাড়াই, বিজেপি প্রকৃত অর্থে সামাজিক ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার জন্য একটি সমার্থক শব্দ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। আজ, ভারত সমুদ্রের মতো বিশাল চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করতে এবং মোকাবিলা করতে আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম।

ইতিহাস বলছে, জনসঙ্ঘ থেকে ১৯৮০ সালে জন্ম নেওয়া বিজেপির উত্থান রাতারাতি হয়নি।

অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবাণীদের লড়াই ছিল দীর্ঘ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলেন, সেই সময়ে তৈরি হওয়া ভিতের উপরে দাঁড়িয়েই আজ বড় শক্তি নিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতায় নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহেরা। দেশের ১৭টি রাজ্যে একা অথবা জোট গড়ে সরকার চালাচ্ছে বিজেপি। ৪৩ বছরের এই পথ চলায় বিজেপির ব্যর্থতার নজিরও কম নয়। ১৯৮৪ সালের লোকসভা ভোটে মাত্র ২টি আসন পেয়েছিল পদ্মশিবির। আবার পর পর দু'বার জোট গড়ে ক্ষমতায় এসেও তারা পূর্ণ সময় টেকাতে পারেনি সরকার। প্রথম বার ১৩ দিন ও দ্বিতীয় বার ১৩ মাসের মাথায় পড়ে গিয়েছিল বাজপেয়ী সরকার। পরে অবশ্য পাঁচ বছর সরকার চালানোর সাফল্যও দেখেছে বিজেপি।

কিন্তু ২০০৪ সালের পরে আবার টানা ১০ বছর ক্ষমতা থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল বিজেপিকে। ২০১৪ সালের পরে যে ছবি আবার বদলেছে। এ বার মোদীর লক্ষ্য ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে জয়ের হ্যাটট্রিক। বৃহস্পতিবার সেই লক্ষ্যেই বিজেপি নেতা-কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের বার্তা দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, বলেছেন 'সমমনস্ক' দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার কথাও। যা শুনে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মনে। তবে কি লোকসভা ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার বিষয়ে সন্দিহান পদ্ম শিবির?

দলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করছে পদ্ম-শিবির। দেশ জুড়ে বিজেপি কর্মীরা দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করে দেবেন। প্রাথমিক ভাবে দু'টি স্লোগানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হল 'এক বার ফির সে মোদী সরকার', অন্যটি হল 'এক বার ফির সে ভাজপা সরকার'। মোদী বক্তব্য রাখার পরেই দিল্লিতে ওই দেওয়াল লিখন কর্মসূচির সূচনা করবেন বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডা। প্রাথমিক ভাবে গোটা দেশে প্রায় ১০.৭২ লক্ষ জায়গায় ওই দেওয়াল লিখন হবে। একই সঙ্গে দল জানিয়েছে, গোটা দেশের ১০ লক্ষ স্থানে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ্য, বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে মোদীর বার্তা পৌঁছে দিয়ে জনভিত্তি বাড়ানো।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দল কচ্ছ থেকে উত্তর-পূর্ব এবং কাশ্মীর থেকে কেরালা পর্যন্ত তার চিহ্ন রেখে গেছে। আমাদের কর্মীরা দলকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দলটি আজ ১ লাখ ৮০ হাজার শক্তি নিয়ে কেন্দ্রে কাজ করছে। ৮ লাখ ৪০ হাজার বুথে উপস্থিত রয়েছেন বিজেপির বুথ সভাপতি। তিনি বলেন, আমি দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের কোটি কোটি কর্মীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আজ আমাদের অঙ্গীকার নিতে হবে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক মুহূর্তও বসে থাকবো না এবং দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব।

এর আগে দিল্লিতে দলের সদর দফতরে বিজেপির পতাকা উত্তোলন করেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা।

এদিকে, আজ ভারতীয় জনতা পার্টির(বিজেপি) ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। ১৯৮০ সালের এই দিনে বিজেপি প্রতিষ্ঠিত হয়।

দলের জাতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিজেপি সদর দফতরে দলের পতাকা উত্তোলন করেন। এই উপলক্ষে তিনি দলের কার্‌্যকর্তা ও কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। জেপি নড্ডা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কর্মী ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দল কচ্ছ থেকে উত্তর-পূর্ব এবং কাশ্মীর থেকে কেরালা পর্যন্ত তার চিহ্ন রেখে গেছে, আমাদের কর্মীরা দলকে প্রতিষ্ঠা করেছে। দলটি আজ ১ লাখ ৮০ হাজার শক্তি কেন্দ্রে কাজ করছে। ৮ লাখ ৪০ হাজার বুথে বিজেপির একজন বুথ সভাপতি রয়েছেন।

শুভেন্দু অধিকারীর মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

পঞ্চায়েত ভোট

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল(হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল শুভেন্দু অধিকারীর। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাইল না শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার মামলা শোনার আগেই খারিজ করেন দেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। ফলে পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা নিয়ে আর কোনও বাধা রইল না। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই মামলায় হস্তক্ষেপ করতে রাজি নয় শীর্ষ আদালত।প্রথমে রাজ্যের ওবিসি সম্প্রদায়ের গণনার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ ছিল, ২০১১ সালে তফসিলি জাতি এবং উপজাতির গণনা করা হলেও অন্যান্য অণগ্রসর শ্রেণির গণনা হয়নি। পালটা কমিশনের বক্তব্য ছিল, তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই গণনা করছেন। শুভেন্দু সেই প্রক্রিয়াকেও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। পালটা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন রাজের বিরোধী দলনেতা। সেখানেও তাঁর আবেদন খারিজ হল।

বিজেপিতে যোগ দিলেন এ কে অ্যান্টনির ছেলে অনিল

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল(হি.স.) : বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে অ্যান্টনির ছেলে অনিল অ্যান্টনি। ২০০২ সালের গোধরা দাঙ্গার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা নিয়ে 'বিবিসি'র তথ্যচিত্র নিয়ে আগেই বেসুরো গেয়েছিলেন। গত জানুয়ারিতেই কংগ্রেস ছেড়েছিলেন। তার পরেই তাঁর পদ্মযোগ নিয়ে শুরু হয়েছিল জল্পনা। বৃহস্পতিবার সেই জল্পনাকে সত্যি করে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে নাম লেখালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা এ কে অ্যান্টনির ছেলে অনিল অ্যান্টনি। এদিন বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, ভি মুরলীধরন ও কেরল বিজেপির সভাপতি কে সুরেন্দ্রন।

দলবদল করেই অন্যান্য দলত্যাগী নেতাদের মতোই গান্ধী পরিবারকে নিশানা করেছেন অ্যান্টনি পুত্র। তাঁর কথায়, 'সব কংগ্রেস কর্মীরা মনে করেন, তাঁরা কোনও একটি পরিবারের জন্যই রাজনীতি করেন। কিন্তু আমি শুধু দলের জন্যই রাজনীতি করতাম।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রসংশা করে অনিল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দূর দৃষ্টির কারণেই আজ বিশ্ব দরবারে এক অন্য জায়গায় পৌঁছেছে ভারত।'

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিবিসির তৈরি তথ্যচিত্র এবং গোধরা দাঙ্গার বিষয়ে সরাসরি মুখ খুলেছিলেন তিনি। এমনকী বিবিসির তথ্যচিত্রকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যাও দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দলের অন্দরে সমালোচনার মুখে পড়ে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন অনিল।

গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত ৫,৩৩৫ জন

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫ হাজার ৩৩৫ জন। পাশাপাশি একই সময়ে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ছয়জনের। সুস্থ হয়েছেন ২,৮২৬ জন রোগী। এখন পর্যন্ত ৪,৪১,৮২,৫৩৮ জন রোগী করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়েছেন। সুস্থ হওয়ার হার ৯৮.৭৫ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২৫,৫৮৭ জন হয়েছে। দৈনিক সংক্রমণের হার ৩.৩২ শতাংশ।

টিকা দেওয়ার কথা বলতে গেলে, গত ২৪ ঘন্টায় ১,৯৯৩টি ডোজ দেওয়া হয়েছে। দেশে এখন পর্যন্ত ২২০.৬৬ কোটি ডোজ করোনার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায়, ১,৬০,৭৪২ জনের টেস্ট করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৯২.২৩ কোটি মানুষের করোনা টেস্ট করা হয়েছে।

এদিকে, ভারতে থামছে না টিকাকরণ অভিযান। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার টিকা পেয়েছেন ১ হাজার ৯৯৩ জন প্রাপক। এই সময়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৪২ জনের।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) বৃহস্পতিবার জানিয়েছে দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ হাজার ৯৯৩ জন প্রাপক। ফলে এ পর্যন্ত ভারতে মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০ কোটি ৬৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৬৬-এ পৌঁছেছে।

৫ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৪২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। পর্যন্ত ভারতে মোট ৯২,২৩,২৫,৬০৫ টি করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ মাহাতো

চেন্নাই, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা পরবর্তী উপসর্গে মৃত্যু হল ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ মাহাতোর। ঝাড়খণ্ড সরকার সূত্রের খবর, চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মন্ত্রী বৃহস্পতিবার ভোরে মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬।

ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) প্রথম সারির নেতা জগন্নাথের ২০২০ সালের নভেম্বরে ফুসফুস প্রতিস্থাপন হয়েছিল। তার পর থেকেই নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। গত মাসে করোনাভাইরাস সংক্রমণের পরে দ্রুত এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে তাঁকে চেন্নাইয়ে আনা হয়েছিল বলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক অপার জিন্দল জানিয়েছেন।

গিরিডি জেলার ডুমরি বিধানসভা কেন্দ্রে ২০০৫ সাল থেকে টানা ৪ বার ভোটে জিতেছিলেন জগন্নাথ। কিন্ত শারীরিক কারণেই বিগত প্রায় আড়াই বছর ধরে রাজনীতিতে তেমন সক্রিয় ছিলেন না তিনি। তাঁর কো-মর্বিডিটি ছিল বলেও পরিবারের সূত্রে জানা গিয়েছে। জগন্নাথের অকাল প্রয়াণে ঝাড়খণ্ডের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, বিধানসভার স্পিকার রবীন্দ্র নাথ মাহতো, বিজেপি নেতা বাবুলাল মারান্ডি, রঘুবর দাস সহ বিভিন্ন রাজনীতিবিদ জগরনাথ মাহতোর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

হনুমান জয়ন্তীতে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন, মমতাকে গৃহবন্দী করার দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : রাম নবমীর মিছিলে হামলার পর হনুমান জয়ন্তীর আগে অত্যন্ত কড়া প্রশাসন। বুধবার নবান্নে ভিডিও কনফারেন্সে সমস্ত জেলা ডিএম, এসপি-দের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী। মিছিলে অশান্তি যাতে না হয়, তার জন্য পুলিশকে একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়। কলকাতা, বারাকপুর ও চন্দননগরের স্পর্শকাতর এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে ৩ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নজরবন্দি করার দাবি তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে পালিত হবে হনুমান জয়ন্তী। সেই উপলক্ষ্যেও বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় শোভাযাত্রা বেরয়। এই পরিস্থিতিতে অশান্তি বা হিংসার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে রাজ্য সচিবালয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দেওয়ার পরে বুধবার সন্ধ্যায় আধা সামরিক বাহিনীর তিনটি সংস্থা মোতায়েন করা হয়েছে। কলকাতা, বারাকপুর ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় মোতায়েন থাকবে এক কোম্পানি করে বাহিনী।

এদিন সকাল থেকেই রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্মীরা রুট মার্চ চালাচ্ছেন। স্পর্শকাতর এলাকায় তাদের বিশেষভাবে মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের একজন শীর্ষ আধিকারিক বলেন, রাজ্য সচিবালয় থেকে পুরো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সমস্ত জেলার পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কমবেশি ৫০ টিরও বেশি ছোট-বড় মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

রাজ্যের সিদ্ধান্ত, কোনও মিছিলে দেড়শোর বেশি মানুষ অংশ নিতে পারবে না। শোভাযাত্রার আগাম অনুমতি নিতে হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাত্রা কোন পথ দিয়ে যাবে, তা চূড়ান্ত করে তবেই ছাড়পত্র দেবে পুলিস। দিনটি সারা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে পালনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বুধবারই মুখ্যমন্ত্রীকে নজরবন্দি করার দাবি তুললেন শুভেন্দু। রামনবমীর পরে হনুমান জয়ন্তী, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে উস্কানির অভিযোগ ছিল দাবি শুভেন্দুর। তাঁর দাবি, উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নজরবন্দি করার দাবি। সেই নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হনুমান জয়ন্তীতে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সব জেলার প্রশাসনকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলেছেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন, হনুমান জয়ন্তীতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। ৪৪ তম বর্ষে পা দিয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল। বিজেপির এই বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এদিন দেশজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নয়া দিল্লির সদর দফতর থেকে বিজেপি-র কার্‌্যকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির কার্‌্যালয় থেকে নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ সম্প্রচার করা হবে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমে সকলকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানান।

এদিন তিনি বলেন, "সকলকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাই। হনুমানজী সর্বশক্তিমান, তিনি সমস্ত অসাধ সাধন করতে পারেন। এত শক্তিমান হয়েও তিনি নম্র। আমরা হনুমানজীর থেকে অনুপ্রাণিত।

আগুনে ভস্মীভূত বক্সিরহাট বাজারের ১৬টি দোকান, ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর

বক্সিরহাট, ৬ এপ্রিল (হি.স.): মধ্যরাতে কোচবিহারে ভয়াবহ আগুনে। ভস্মীভূত হয়ে গেল বক্সিরহাট বাজারের একাংশ। সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে প্রধান সড়ক সংলগ্ন বাজারের ১৬টি দোকান। ব্যবসায়ীদের দাবি ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকার কাছাকাছি।

জানা গিয়েছে, বুধবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ বাজার সংলগ্ন রাস্তার ধারে একটি দোকান থেকে আগুনের শিখা বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে বক্সিরহাট দমকল কেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে আরও ইঞ্জিন এসে দেড়ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। তবে ততক্ষণে পুড়ে যায় মোট ১৬টি দোকান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন তুফানগঞ্জ ২ এর বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হন বক্সিরহাট থানার ওসি শুভজিৎ ঝা, তুফানগঞ্জ ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি স্বপন কুমার সাহা প্রমুখ।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরকাশী

উত্তরকাশী, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : ৩.০ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরকাশী। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল উত্তরকাশী জেলা সদরের কাছে মান্দো গ্রামের জঙ্গলে। ভূমিকম্পে জেলায় কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।

বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আতঙ্কে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ভূমিকম্পের তীব্রতা কম থাকা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।গত কয়েকদিনে উত্তরকাশী জেলায় বেশ কয়েকবার ভূমিকম্প হয়েছে। ২১শে মার্চ উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি জেলা ও শহরগুলিত কেঁপে ওঠে।পৃথিবী। এরপর শক্তিশালী কম্পন অনুভূত হয় চামোলি, দেরাদুন, মুসৌরি, উত্তরকাশী, রুরকি এবং হরিদ্বারে। এই কম্পনের তীব্রতা তখন রিখটার স্কেলে ৬.৬ মাপা হয়।

সরকারি নানা দফতরে কর্মবিরতির ডাক

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ এবং রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি সরকারি অফিস, স্কুল, কলেজ, আদালতে কর্মবিরতির ডাক দেয়।

কলকাতায় এবং জেলায় জেলায় বিভিন্ন কর্মবিরতি হয়। শহীদ মিনার ময়দানে অবস্থানরত সরকারি কর্মচারীদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চোর-ডাকাত বলার প্রতিবাদে এদিনের এই কর্মবিরতির ডাক।

গত ২৯ এবং ৩০ মার্চ রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে রেড রোডে ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই তিনি অদূরে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে কটূ মন্তব্য করেন।

চানাচুর কারখানার গুদামে বিধ্বংসী আগুন

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল(হি.স.) : শিলিগুড়িতে বিধ্বংসী আগুন। বৃহস্পতিবার আশিঘর ফাঁড়ির ভোলানাথ পাড়ার ঠাকুরতলা এলাকায় চ্যানাচুর কারখানার গুদামে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকল।

আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। কালো ধোঁয়ায় চারপাশ ঢেকে যায়। আগুনে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জানা যায়নি। কিভাবে আগুন লাগল তাও স্পষ্ট নয়। স্থানীয়দের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ব্রেকফাস্টে পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা দিনের শুরুতে জলখাবারে জেলি দিয়ে পাউরুটি খান কিংবা খালি পেটে মধু দিয়ে রসুন খান। পেট ভরাতে, শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে এমন অনেক খাবার আমরা খেয়ে থাকি। কিন্তু কোন খাবার আমাদের জন্য উপকারী আর কোনটা শরীরের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে, এটা অনেকেই জানি না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েও শরীরে গোলমাল দেখা দিচ্ছে। এটা হল ভুল খাবারের সংমিশ্রণের কারণে ঘটে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হজম ক্ষমতার জন্যও কিছু কিছু খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। আমরা সকলেই সুস্থ জীবনযাপন করতে চাই। এর জন্য কোন খাবারের সংমিশ্রণগুলো এড়িয়ে চললে ভাল, জেনে নিন

জ্যাম ও পাউরুটি- ব্রেকফাস্টে অনেকেই পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের জন্য ভাল নয়। পাউরুটিতে প্রোটিন ও ফ্যাট কম রয়েছে এবং কার্ব বেশি মাত্রায় রয়েছে। অন্যদিকে, জ্যামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিনি রয়েছে যা আপনাকে এক ঘণ্টার জন্য শক্তি প্রদান করতে পারে। কিন্তু তারপরেই আপনার খিদে পাবে এবং মেটাবলিজম ধীর হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে এটি পেটের সমস্যা তৈরি করবে। চা কিংবা কফির সঙ্গে পালং শাকের পরোটা- পরোটার সঙ্গে চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস বাঙালির বেশ পুরনো। এখন শীতের মরশুমে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে পালং শাকের পরোটাও নিশ্চয়ই রাঁধছেন। কিন্তু তা বলে পালং শাকের পরোটার সঙ্গে চা-কফি পান করবেন না। এতে শরীরে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চায়ের মধ্যে পলিফেনল ও ট্যানিন এবং কফির মধ্যে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরকে আয়রন শোষণে বাধা দেয়। অন্যদিকে পালং শাক আয়রন সমৃদ্ধ। সুতরাং, এই সংমিশ্রণ আপনার শরীরে পুষ্টি ঘাটতি তৈরি করতে পারে।

দুধের সঙ্গে ফল- দুধ ও ফল দুটোই কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার। কিন্তু এই দুটো একসঙ্গে খেলে আর 'স্বাস্থ্যকর' থাকবে না। অনেকেই দুধে বিভিন্ন ফল দিয়ে স্মুদি বানান। এই ভুল একদম নয়। বিশেষত লেবু জাতীয় ফল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল দুধের সঙ্গে খাবেন না। এতে দুধ এবং ফল উভয়েরই পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

পিতার সঙ্গে সোডা- পিতা অর্ডার করার সঙ্গে এক বোতল ঠান্ডা সোডাযুক্ত পানীয়ও অর্ডার করে দেন। এই ভুল আমরা প্রায়শই করে থাকি। কিন্তু এটা আমাদের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পিতার সঙ্গে সোডাযুক্ত পানীয় আমাদের হজম স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এতে হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

৭ ঘণ্টা বসে থাকলে ঠিক যা যা ঘটতে পারে

ডিজিটাল যুগে জীবন ব্যস্ত হলেও, দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে অফিসে চেয়ার-টেবিলে বসে। আবার কাজ শেষে ঘরে ফিরলেও বসেই সময় কাটছে কম্পিউটার বা টেলিভিশন আড্ডায়। আর হাতে স্মার্ট ফোন থাকলে গেইমস নিয়ে কিংবা ফেসবুক নিয়ে বসে চলে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা।

এর ফলে মস্তিষ্ক ব্যস্ত থাকলেও শরীর থাকছে কচ্ছপের মতো মন্থর।

আর আধুনিক চিকিতাবিজ্ঞানে বলা হচ্ছে বেশিক্ষণ বসে থাকা ধূমপানের মতোই ক্ষতিকর। এর ফলে অকাল মৃত্যুও হতে পারে। এই পরিস্থিতির ওপর করা অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘসময় বসে থাকার কারণে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মেয়ো ক্লিনিক-অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি ওবেসিটি সলিউশনস ইনিশিয়েটিভ''য়ের পরিচালক ডা. জেমস লিভিন অলস জীবনযাত্রার ক্ষতিকর দিক নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বলেন, বসে থাকা ধূমপানের চেয়েও ক্ষতিকর। এটি এইচআইভি ভাইরাসে চেয়েও বেশি মৃত্যুর জন্য দায়ি, যা প্যারাশুটের চাইতেও বড় বিশ্বাসঘাতক। গবেষণায় দেখা গেছে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং ডায়বেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, যারা দিনে ১৩ ঘণ্টা বা এর বেশি কিংবা কিছুক্ষণের বিরতির পর এক থেকে দেড় ঘণ্টা একটানা বসে থাকেন তাদের অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায় দ্বিগুণ। অপরদিকে যারা একটানা সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা বসে কাটান তাদের অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি কম।

আমেরিকান জার্নাল অফ এপিডেমিওলজি''তে প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানানো হয়, যারা দিনে ছয় ঘণ্টার বেশি সময় বসে থাকেন তাদের অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা দিনে যারা তিন ঘণ্টা বা তার কম সময় বসে থাকেন তাদের চাইতে বেশি। এই গবেষণার জন্য ৫৩ হাজার ৪৪০ জন পুরুষ এবং ৬৯ হাজার ৭৭৬ জন নারীকে ১৪ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

তাই সুস্থ থাকতে বসে খাবার খান, আর দীর্ঘক্ষণ না বসে কাজের ফাঁকে চেয়ার থেকে দেহটা তুলে নড়াচড়া করুন।

বিউলির ডালের তড়কা

রুটির সঙ্গে গরম তড়কা যেন অমৃত। সঙ্গে একটু মাখন আর ডিম পড়লে তো কথাই নেই। বিভিন্ন ডালের সংমিশ্রণেই বানানো হয় তড়কা। ভা,তের সঙ্গে সামান্য ডাল হলেই চলে যায় বাঙালির। তেমনই দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই ভাত বা রুটির সঙ্গে ডাল খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। দভিণে যেমন সাম্বার ছাড়া চলে না তেমনই উত্তরে রাজমা।

আবার পাঞ্জাবিরা ডাল, রুটি খেয়েই বেঁচে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুগ সূপে ইক্ষুরস, মসুরি মিশ্রিত মাস এসবেরই উল্লেখ রয়েছে। সেখান থেকেই আসে তড়কার ডালের ধারণা। বিভিন্ন জায়গায় ডাল এক একভাবে রান্না করা হয়। সব জায়গায় ডালে আবার ভিন্ন ফোড়নও ব্যবহার করা হয়। মুগ, ছোলা, অড়হড়, রাজমা এসব একসঙ্গে মিশিয়ে তড়কার ডাল বানানো হয়। তবে ছোলার ডাল দিয়ে বানিয়েছেন কি? ছোলার ডাল ভালো করে বেছে ধুয়ে নিন। এরপরে ডালে জল, নুন, হলুদ গুঁড়ো, আদা কুচি দিয়ে সেদ্ধ করুন। ডাল নরম হয়ে আসলে চিনি আর নারকেল ভাজা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ রান্না করুন। অন্য একটি পাত্রে তেল গরম করে নিন। তারপর এতে গোটা সরষে, শুকনো লঙ্কা, কারিপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। এবারে এর মধ্যে ছোলার ডাল দিন। ফুটে উঠলে গ্যাস বন্ধ করে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে। রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে খেতে খুব ভাল লাগে এই ছোলার ডালের তড়কা। পরিবেশনের আগে বাদাম ভেজে ছড়িয়ে দিলেও দারুণ লাগে খেতে। নিরামিষ দিনে বানিয়ে নিন এই স্পেশ্যাল তড়কা।

হাঁসের মাংসের মালাইকারি

কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। এই জুটি কিন্তু শুধু গা গরম করবে না, সঙ্গে শীতের পেটপুজোয়ে একেবারে মন কেড়ে নেবে। কিন্তু অনেকে মনে করেন বাড়িতে হাঁসের মাংস বানানো বেশ কঠিন। এ ব্যাপারে রেস্তরাঁর শরণাপন্নই হতে হয়। চিন্তা নেই। খুব সহজে বাড়িতেও বানিয়ে ফেলতে পারবেন হাঁসের মাংসের মালাইকারি।

যা যা লাগবে-

হাঁস ২টো, নারকেলের দুধ ৬ কাপ, টক দই ১ কাপ, মিষ্টি দই ১ কাপ, কাঁচা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পিঁয়াজ বাটা আধা কাপ, আদা বাটা ৪ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চা-চামচ, বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ৮ চা-চামচ, মরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরম মশালার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো আধা চা-চামচ, দারুচিনি ৬ টুকরো, এলাচ ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ৪টি, ঘি আধা কাপ, তেল এক কাপ, নুন পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টি, বেরেস্তা আধা কাপ।

তৈরি করুন এভাবে- হাঁস পরিষ্কার করে চামড়াসহ টুকরোগুলো ধুয়ে জল ঝরিয়ে দুধ, হলুদ মেখে এক ঘণ্টা রাখতে হবে। তেল ও ঘি গরম করে তাতে পিঁয়াজ বাদামি রঙে ভেজে সব বাটা মশলা দিয়ে কষিয়ে মাংস দিয়ে কষাতে হবে। নুন, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, দই দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে ৫ কাপ নারকেলের দুধ ও ২ কাপ গরম জল দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে। মাংস সেদ্ধ না হলে আরও জল দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে গেলে এক কাপ নারকেলের দুধ, বেরেস্তা, গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রেখে তেলের ওপর এলে মালাই দিয়ে নামাতে হবে। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়। কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

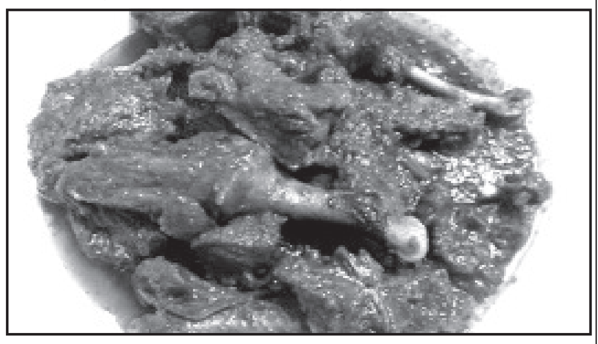

মরশুমি শাক দিয়ে ভেজে নিন পকোড়া

শীত মানেই বাজার জুড়ে পালং শাকের ছড়াছড়ি। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, রোজ পালং শাক খেলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হবে না। পালং শাকের মধ্যে ভিটামিন এ, সি, কে এবং ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়ামের মতো বিভিন্ন মিনারেল রয়েছে। তাছাড়া এই শাক ফাইবার সমৃদ্ধ। সুতরাং, আপনি ডায়াবেটিসের রোগী হোন কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগে থাকুন, যে কেউ পালং শাক খেতে পারেন।

আর শীতের রোগ থেকে মুক্তি দিতেও সক্ষম এই শাক। আবার অনেকেই স্বাদের কারণে পালং শাক খেতে চান না। যদিও এই মরশুমে পালং শাকের চচ্চড়ি থেকে শুরু করে পালং চিকেন, পালং পনির পাত দখল করে থাকে। তবে, পালং শাকের তৈরি খাবার আদতে সুস্বাদু হয়। কিন্তু সব সময় চিকেন, পনির কিংবা পরোটা রাঁধা সম্ভব হয় না। অনেক সময় মুখরোচক খাবার খেতেও ইচ্ছা হয়। সেক্ষেত্রে আপনি বানিয়ে নিতে পারেন পালং শাকের পকোড়া।

ভাজাভুজি খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। বেশি পরিমাণে খেলে এতে ওজন বেড়ে যায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও বেড়ে যেতে পারেন। কিন্তু সীমিত পরিমাণে পালং শাকের পকোড়া খেলে ক্ষতির বদলে আপনার লাভই বেশি। হেঁশেলে থাকা পালং শাক এবং সামান্য কয়েকটি উপকরণ থাকলেই আপনি রেঁধে নিতে পারবেন পালং শাকের পকোড়া। শীতের মরশুমে চা দিয়ে পালং শাকের পকোড়া জমিয়ে দিতে পারে সন্ধ্যের আড্ডা। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে তৈরি করবেন পালং শাকের পকোড়া। পালং শাকের পকোড়া তৈরি করার জন্য প্রয়োজন উপকরণ:

২ বাটি তাজা পালং শাক, ১/২ কাপ পেঁয়াজ কুচি, ৪টে কাঁচা লঙ্কা কুচি, ১/৩ চামচ হলুদ, ১/২ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, ১/৩ চামচ হিং, ২ চা চামচ চালের গুঁড়ো, ১ বাটি বেসন, এক চিমটে খাবার সোডা, নুন স্বাদ অনুযায়ী, পরিমাণ মতো জল এবং ভাজার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সর্ষের তেল।

পালং শাকের পকোড়া তৈরি করার সহজ পদ্ধতি:

তাজা পালং শাক নেবেন। শাক পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন এবং কুচি কুচি করে কেটে নিন। এবার পালং শাকের সঙ্গে একে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, হিং, চালের আটা, বেসন, খাবার সোডা মিশিয়ে দিন। পরিমাণ মতো নুন দেবেন। এবার মিশ্রণটি ঘন করার জন্য পরিমাণ মতো জল দেবেন। জল দেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন, যাতে পকোড়ার মিশ্রণ পাতলা না হয়ে যায়। আবার খুব ঘনও না হয়।

এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল গরম করুন। যেহেতু পকোড়া ডুবো তেলে ভাজতে হবে। সুতরাং, সেই অনুযায়ী তেল নেবেন। তেল গরম করে তাতে অল্প অল্প করে পালং শাকের মিশ্রণ দিয়ে পকোড়া বানিয়ে নিন। কড়া করে ভেজে নিন। তেল ছেঁকে পকোড়াগুলো টিস্যু পেপারের উপর রাখুন। এতে পকোড়ার অতিরিক্ত তেল কাগজ শুষে নেবেন। টমেটো সস কিংবা পুদিনার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন পালং শাকের পকোড়া। বিকালে চায়ের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন পালং শাকের পকোড়া।

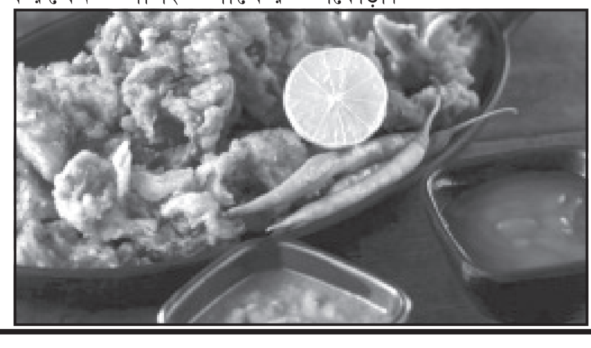

ওজন কমাতে প্রোটিনের চাহিদা

ওজনকে বশে রাখা সহজ কাজ নয়। একবার ওবেসিটির ধাত চলে এলে, সহজে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। আর সব সময় যে জিম করেই ওজন কমানো যায়, তা কিন্তু নয়। ওজন কমাতে গেলে অনেক কিছুর দিকেই নজর দিতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি হয় খাওয়া-দাওয়া। সঠিক সময়ে খাওয়া থেকে শুরু করে সঠিক পরিমাণে খাবার খাওয়া জরুরি।

আর এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। তাছাড়া একদিনে ওজন কমানো যায় না। অর্থাতআপনি একমাসে ভাজাভুজি খাবার খেলেন না আর জমিয়ে জিম করলেন, এতে খুব বেশি উপকার পাবেন না। ওজন কমানো একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সুতরাং, আপনাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং পুষ্টিবিদের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি মানসিক চাপও কমাতে হবে। কারণ মানসিক চাপের কারণেও অনেক সময় ওজন বেড়ে যায়।

শরীরকে ফিট রাখার জন্য ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন এই তিনটে পুষ্টিই জরুরি। কিন্তু অনেকেই এমন রয়েছেন যাঁরা মাছ, মাংস, ডিম ছুঁয়েও দেখেন না। আবার অনেকের মধ্যে এসব আমিষ খাবার বেশি খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনাকে এমন নিরামিষ খাবার বেছে নিতে হবে, যা আপনার ওজন কমাবে এবং শরীর পুষ্টির চাহিদা পূরণ করবে। পাশাপাশি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবে। এমন কয়েকটি খাবারের খোঁজ এনেছি আমরা।

পালং শাক- শীতের মরশুমে ওজন কমানোর জন্য পালং শাকের বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন। এক কাপ পালং শাকে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন রয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে ভিটামিন এ, সি, কে, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফাইবার এবং আরও অন্যান্য মিনারেল ও পুষ্টি রয়েছে। পালং শাক শরীরে রোগের ঝুঁকি কমায় এবং ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। শীতে আপনি পালং পনির, পালং শাকের স্যুপ, পালং শাকের চচ্চড়ি ইত্যাদি বানিয়ে খেতে পারেন।

আমন্ড- প্রতিদিন সকালে ৪-৬টি ভেজানো আমন্ড খান। আমন্ডের মধ্যে প্রোটিনের পাশাপাশি অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। এটি স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বক ও মানসিকের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে। যোগব্যায়াম শুরু করার আগেও আপনি আমন্ড খেতে পারেন।

বিভিন্ন প্রকারের ডাল- মুগ, মুসুর, বিউলি, মটর- সব প্রকার ডালে প্রোটিন রয়েছে। ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে এক বাটি ডাল আর এক বাটি সবজির তরকারি আপনার শরীরে দৈনিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে দিতে পারে। পাতে আর মাছ, মাংসের প্রয়োজন হবে না। আর সঠিক পরিমাণে খেলে এতে আপনার ওজনও কমে যাবে।

ছোলা- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় খিদে পেলে স্ন্যাকস হিসেবে চিপস, পকোড়ার মতো ভাজাভুজি খাবার খাচ্ছে। এতে ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস হিসেবে বেছে নিন ছোলা। কাঁচা ছোলার চাট কিংবা ছোলা ভাজাও আপনি খেতে পারেন। অঙ্কুরিত ছোলা স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে উপকারী। এতে পটাশিয়াম, ফাইবার, ফোলেট , ফসফরাস রয়েছে যা ওজন ও মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে।

শরীরের যাবতীয় টক্সিন এক ঝটকায় টেনে বের করে দেবে এই ৪ পানীয়

সুস্থ থাকতে যেমন শরীরের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি প্রয়োজন সেই সঙ্গে ভিটামিন, খনিজ এসবও নিয়ম মাফিক খেতে হবে। এবার বেশি তেলমশলাদার খাবার খেলে চাপ বাড়ে অন্ত্রের উপর। এই সব খাবার থেকে শরীর যেমন সঠিক পরিমাণে পুষ্টি পায় না তেমনই শরীরের ডিটক্সিফিকেশনও ঠিকমতো হয় না। অর্থাতযাবতীয় দূষিত পদার্থ শরীরেই জমতে থাকে।

উল্টোদিকে কোনও শারীরিক সমস্যা থাকলে সেই প্রভাবও পড়ে এই -ডিটক্সিফিকেশনের উপর। কিডনি, ফুসফুস, লিভারের সমস্যা হলে কিংবা মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হলে তখন চাপ পড়ে ডিটক্সিফিকেশনে। শরীর থেকে যদি সময় মতো বর্জ্য বের না হয় তাহলে চাপ পড়ে শরীরের উপরই। কোলেস্টেরল বাড়ে, হরমোনাল সমস্যা হয়, ঠিক মতো খিদে হয় না, হজমের সমস্যা হয় এবং সঙ্গে ব্রণর সমস্যা তো থাকেই। একই সঙ্গে ডিটক্সিফিকেশন ঠিকভাবে না হলে ঘুম কম হয়। শরীরে ফ্যাটও জমতে থাকে। আর তাই পুষ্টিবিদ দিচ্ছেন বিশেষ পরামর্শ। বাড়িতেই বানিয়ে নিন এই সব ডিটক্স ওয়াটার। এতে শরীরের ডিটক্সিফিকেশন খুব ভাল হয়।

ধনের জল

ইউরিন যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে সেখান থেকেও একাধিক সমস্যা আসতে পারে। আর তাই রোজ সকালে ধনে ভেজানো জল খান। এতে শরীরে ইনসুলিনের উতাদন ঠিক থাকে। একই সঙ্গে লিভার সুস্থ থাকে। যা বিপাকে সাহায্য করে। যদি মূত্রবর্ধক কোনও ওষুধ খান তাহলে ধনের জল খাওয়া একেবারেই চলবে না।

এক চামচ ধনে এক গ্লাস মাপের জলে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে তা ছেঁকে খেতে পারেন। এছাড়াও ধনে বীজ জলে ফেলে সিদ্ধ করে ছেঁকে খান। রোজ খালি পেটে খেলে উপকার পাবেন।

আপেল-দারুচিনির জল

আপেল আর দারুচিনি মেটাবলিজম বাড়াতে খুব ভাল কাজ করে। আপেলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে ফ্ল্যাভিনয়েডের খুব ভাল উত হল দারুচিনি। নিয়মিত ভাবে এই দারুচিনির জল খেলে রক্তশর্করা থাকে নিয়ন্ত্রণে। পাশাপাশি হৃদরোগ ঠেকাতেও খুব ভাল কাজ করে এই ডিটক্স ওয়াটার। এক বোতল জলে আপেলের স্লাইস আর দারুচিনির টুকরো ফেলে রেখে দিন। ৬ ঘণ্টা ভিজে গেলে তারপর খান।

লেবু-শসার জল

শসা, পুদিনা, আদা, লেবু মিশিয়ে জলে গুলে নিন। এই সব উপাদানই প্রাকৃতিক ভাবে ডিটক্সিফিকেশনের কাজ করে। পুদিনা হজমের জন্য খুবই ভাল। আদা শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। আর লেবু পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। শসার মধ্যে ৯৬ু জল থাকে। যা শরীরকে হাইড্রেট রাখতে সাহায্য করে। একটা কাঁচের বোতলের মধ্যে শসার স্লাইস, লেবুর স্লাইস, আদা কুচি আর পুদিনা পাতা দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন ৪ ঘন্টা। এরপর তা ছেঁকে খেয়ে নিলেই কাজ হবে।

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে কলা খাওয়া উচিত নয়

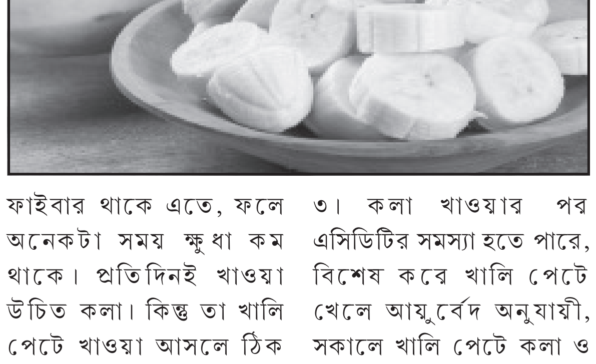

একটি ভালো দিনের শুরুর জন্য সকালের খাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।এই বিশেষ সময়ে পেট ভরে খেতে হয় পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায়, সকালে খুবই কম খাওয়া হয়।তবে সে ক্ষেত্রে কোলা খেতে পারেন।কারণ কলা নিঃ সন্দেহে খুবই স্বাস্থ্যকর একটি খাবার। কলা হৃদরোগ দূরে রাখে, ক্লান্তি দূর করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, ডিপ্রেশন, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুক জ্বালাপোড়া কমায় ও শরীর ঠাণ্ডা করে।

এতে আয়রন বেশি থাকার কারণে তা অ্যানিমিয়ার রোগীদের জন্য উপকারী। পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফাইবার থাকে এতে, ফলে অনেকটা সময় ক্ষুধা কম থাকে। প্রতিদিনই খাওয়া উচিত কলা। কিন্তু তা খালি পেটে খাওয়া আসলে ঠিক নয়। কারণগুলো হলো-

১। কলায় প্রচুর চিনি থাকে, যা কয়েক ঘণ্টা পর আপনার ক্লান্তির কারণ হতে পারে

২। কলা খাওয়ার পর আপনার ঘুম ঘুম পেতে পারে

৩। কলা খাওয়ার পর এসিডিটির সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে খালি পেটে খেলে আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, সকালে খালি পেটে কলা ও অন্যান্য ফল খাওয়া উচিত নয়। আর বর্তমানে আমরা যেসব ফল খাই তার বেশিরভাগেই রাসায়নিক উপস্থিত। তাই এগুলো সকাল সকাল খাওয়া যাবে না

তিনদিনের কার্যসূচি নিয়ে অসমে পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : তিনদিনের কার্যসূচি নিয়ে অসমে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। যোরহাট বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ২:৩০ মিনিটে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানে যোরহাটে অবতরণ করেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। যোরহাট থেকে তিনি সোজা চলে যান কাজিরঙায়। আগামীকাল থেকে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে অনুষ্ঠেয় 'গজ উৎসব'-এ প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন তিনি।

এছাড়া বুধবার থেকে চলমান গৌহাটি হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আগামীকাল শুক্রবারের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। আগামীকাল ৭ এপ্রিল প্ল্যাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়ও উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়া ৮ এপ্রিল শনিবার তেজপুরে ভারতীয় সেনা ছাউনিতে সুখই এমকেআই-৩০ যুদ্ধ বিমানের প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করবেন রাষ্ট্রপতি।

এদিকে যোরহাট থেকে রাষ্ট্রপতি বোকাখাত হয়ে সোজা চলে গেছেন কাজিরঙায়। কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের কোহরা ফরেস্ট গেস্টহাউসে আজ রাত কাটাবেন তিনি। দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ গ্রহণ করার পর এটা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর দ্বিতীয় অসম সফর।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামীকাল ৬ এপ্রিল কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে অনুষ্ঠেয় হস্তি উৎসব উপলক্ষ্যে নানা কার্যক্রম উপভোগ করবেন। জিপ সাফারি এবং হাতির পিঠে চড়ে মনোরম দর্শনীয় স্থানগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন তিনি। একশোর বেশি মাথা থেকে পা পর্যন্ত সজ্জিত গৃহপালিত এশিয়াটিক হাতি তাঁকে স্যালুট জানাবে। এছাড়া বিহু ও রাজ্যের অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় নাচ-গান, ফুটবল, কুচকাওয়াজ, রেস সহ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নিয়ে এগুলোর আনন্দ উপভোগ করবেন রাষ্ট্রপতি।

জানা গেছে, গজ উৎসব এশিয়ান হাতিদের কনজার্ভেশন এবং প্রিজার্ভেশনের জন্য জাতীয় উদ্যানে আয়োজিত একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান হাতি-মানব সংঘাতকে তুলে ধরা এবং সমাধান করার উদ্দেশ্যে যৌথভাবে বন ও পর্যটন বিভাগ এই উৎসবের আয়োজন করে।

৩ ট্রাকের সংঘর্ষে আগুনে পুড়ে মৃত ৩ চালক

ঝাড়সুগুড়া, ৬ এপ্রিল(হি.স.) : ওড়িশায় ভয়াবহ ট্রাক দুর্ঘটনা ওড়িশার ঝাড়সুগুড়ায়। তিনটি ট্রাক একে-অপরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তাতে বিধ্বংসী আগুন লেগে যায়। এই ঘটনায় প্রাণ গেল তিন চালকের। আহত হয়েছেন তিনজন। বুধবার গভীর রাতে ৪৯ নং জাতীয় সড়কে সদর থানার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ দিন তিনটি ট্রাকে আগুন ধরে যায় এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তিন চালকের।

জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে ৪৯ নং জাতীয় সড়কে একই দিকে যাওয়ার সময় ২টি ট্রাক একে-অপরকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল। এই সময় তাদের পেছন থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসছিল আরও একটি ট্রাক। একই দিকে যাওয়া দুটি ট্রাক ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে-অপরের সঙ্গে ধাক্কা মারে। তখন পেছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা অপর ট্রাকটি এসে দুর্ঘটনার কবলে পড়া ট্রাক দুটিকে ধাক্কা মারে।

তীব্র সংঘর্ষে তিনটি ট্রাকেই বিধ্বংসী আগুন ধরে যায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, চালকরা ট্রাক থেকে নামতে পারেননি। ফলে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ যায় তিন ট্রাক চালকের। কী পরিস্থিতিতে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট না হলেও মনে করা হচ্ছে চালকদের অসাবধানতার কারণেই ঘটেছে এই দুর্ঘটনা।

যোগাযোগ বাড়াতে চেন্নাই বিমানবন্দরে অত্যাধুনিক ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনাল: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : চেন্নাই বিমানবন্দরে নতুন অত্যাধুনিক ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনাল বিল্ডিং চেন্নাইয়ের পরিকাঠামোতে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন করবে। এরফলে সংযোগ বাড়াবে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতেও লাভবান হবে বলে বিশ্বাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একটি টুইট থ্রেডে কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক জানিয়েছে, চেন্নাই বিমানবন্দরে নতুন অত্যাধুনিক ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের প্রথম ধাপটি ৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বোধন করবেন। বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের টুইটের জবাবে প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, ''এটি চেন্নাইয়ের পরিকাঠামোর জন্য একটি বড় উন্নতি হবে। এটি সংযোগ বাড়াবে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকেও উপকৃত করবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি সমগ্র দেশের জন্য আনন্দের বিষয় যে স্বচ্ছ ভারত মিশন আমাদের দরিদ্র মা ও বোনদের জীবনকে ক্ষমতায়ন করতে কাজ করেছে। দরিদ্র মা ও বোনদের জন্য টয়লেটের গুরুত্ব দেখানো একটি সৃজনশীল ভিডিও ক্লিপও শেয়ার করেছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, 'এটি সমগ্র দেশের জন্য আনন্দের বিষয় যে স্বচ্ছ ভারত মিশন আমাদের দরিদ্র মা ও বোনদের জীবনকে শক্তিশালী করতে কাজ করেছে।'নাগাল্যান্ড সরকারের সহযোগিতা মন্ত্রী জ্যাকব ঝিমোমির একটি টুইট থ্রেডের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জি-২০ ইভেন্টগুলির একটিতে দুর্দান্ত নাগা সংস্কৃতি ভালভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। নাগা সংস্কৃতি প্রাণবন্ততা, বীরত্ব এবং প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার সমার্থক। একটি টুইট থ্রেডে, জ্যাকব ঝিমোমি কোহিমা, নাগাল্যান্ডে সমস্ত জি-২০ প্রতিনিধিদের উষ্ণ স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, প্রতিনিধিদের উতাহী নাগা ভাই ও বোনদের দ্বারা পরিবেশিত একটি ঐতিহ্যবাহী নাগা নৃত্য দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছে।

দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রীর জামিনের আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল(হি.স.) : জেলবন্দি দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। বেআইনি আর্থিক লেনদেন মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে হেল হেফাজতে রয়েছেন আম আদমি পার্টির নেতা সত্যেন্দ্র জৈন। বৃহস্পতিবার তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে আদালত।

এদিন আদালতের তরফে বলা হয়েছে, আদমি পার্টির নেতা তথা দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি তথ্য প্রমাণের ক্ষতি করতে পারেন। উল্লেখ্য গত বছর ৩০ মে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে চারটি সংস্থার মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

আপ নেতা এবং ইডির আইনজীবীদের সওয়াল জবাব শোনার পর গত ২১ মার্চ দিল্লি হাইকোর্ট জামিনের বিষয়ে নির্দেশ রিজার্ভ রেখেছিল। সত্যেন্দ্র জৈন আদালতে জানিয়েছিলেন যে তিনি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। তিনি আরও দাবি করেন যে চার্জশিট দাখিল করার পরে তাঁর কারাবাস চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

নতুন অর্থবর্ষে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল আর বি আই

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : নতুন অর্থবর্ষের শুরুতে রেপো রেট অপরিবর্তিতই রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। টানা ছয়বার রেপো রেট বাড়ানোর পর, আরবিআই সপ্তম বার জনগণকে বড় স্বস্তি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানান, বর্তমান অর্থনীতি পরিস্থিতি মাথায় রেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট ৬.৫ শতাংশেই অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন অর্থবর্ষ, অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য আসল প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ হতে পারে বলেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার ফলে আপাতত ঋণের হার বাড়ানো হবে না বলেই জানা গিয়েছে।

সোমবার থেকে শুরু হওয়া মুদ্রানীতি কমিটির তিনদিনের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের তথ্য জানিয়ে শক্তিকান্ত দাস বলেন, বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মনিটারি পলিসি কমিটি সাময়িকভাবে রেপো রেট বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছে। উল্লেখ্য, গত বছরের মে মাস থেকেই ২৫০ বেসিস পয়েন্ট করে রেপো রেট বাড়াচ্ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। তবে এ দিন সেই রীতি ভেঙেই আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর জানান, মনেটারি পলিসি কমিটির বৈঠকে পাঁচজন সদস্য রেপো রেট বৃদ্ধির বিপক্ষে ভোট দেন। এক সদস রেপো রেট বৃদ্ধির পক্ষে ভোট দেন।

উল্লেখ্য, রিজার্ভ বাঙ্ক যে সুদের হারে অন্যান্য ব্যাঙ্ককে ঋণ দেয়, তাকে রেপো রেট বলে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সুদের হারে ঋণ নেয়, তাকে রিভার্স রেপো রেট বলে।রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে প্রকৃত আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানান, গত অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তা কমে দাঁড়ায় ৬.২ শতাংশে এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকে সেই হার ৬.১ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে তা ৫.৯ শতাংশে কমে দাঁড়িয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস শেষ হয়নি : ডিজিপি

বান্দিপোরা, ৬ এপ্রিল(হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গিবাদ শেষ হয়নি, কিন্তু কমছে দ্রুত। নিরাপত্তা বাহিনী আগামী মাসগুলিতে অবশিষ্ট সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। বৃহস্পতিবার সোনওয়ারি বান্দিপোরায় একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এমনই জানালেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) দিলবাগ সিং।

তিনি বলেন, শ্রীনগর এবং কাশ্মীরের অন্যান্য অংশ থেকে কোনও আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নেই, তবে ঈদের নামাজের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিভাগীয় প্রশাসন গ্রহণ করবে। ডিজিপি সিং বলেন, কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়নি, তবে এটি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী অবশিষ্ট সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে কঠোর পরিশ্রম করছে। তিনি আরও বলেন, মিথ্যা অপপ্রচারের শিকার হয়ে সন্ত্রাসের প্রতি আকৃষ্ট যুবকরা এখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও খেলাধুলায় নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ছে। সন্ত্রাসে ইন্ধন জোগাতে যে মিথ্যা আখ্যান চালানো হচ্ছে তা তরুণ ও জনগণ বুঝতে পেরেছে। কাশ্মীরের মানুষ এখন শান্তিতে অবদান রাখছে।

আইনজীবীর আত্মহত্যার ঘটনায় মমতার দ্বারস্থ বিজেপি বিধায়ক

জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : আইনজীবীর আত্মহত্যার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা মৃতার দিদি শিখা চট্টোপাধ্যায়।

গত শনিবার জলপাইগুড়ি শহরের পাণ্ডাপাড়া রোডে আত্মহত্যা করেন আইনজীবী তথা সমাজকর্মী সুবোধ ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী অপর্না ভট্টাচার্য। পুলিশ উদ্ধার করে একটি সুইসাইড নোটও। সেখান আত্মহত্যার জন্য জেলা যুব সভাপতি তথা পুরসভার ভাইরাস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও আরও তিনজনের নাম পাওয়া যায়। ওই সুইসাইড নোট প্রকাশ্যে আসার পরই নয়া মোর ঘটনায়। এরপরেই আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিজেপি বিধায়ক শিখা। অভিযোগ দায়ের করার পরেও এখন কেন অভিযুক্তরা গ্রেফতার হল না, এ বিষয় জানার জন্য বৃহস্পতিবার কোতয়ালি থানায় আসেন শিখা।তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। শিখার দাবি, ভাইস চেয়ারম্যান স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবশালী। তাই ঘটনার তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন। তাঁকে ওই পদে রেখে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয়। যে কারণে তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরাতে এবং সিবিআই তদন্তের জন্য এবার মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ বিজেপি বিধায়ক।

গরমের অস্বস্তি কলকাতায়

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুকনো গরমের অস্বস্তি কলকাতায়। দক্ষিণবঙ্গে আগামী চার পাঁচ দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে জুড়ে রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস।

দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা আরো বাড়বে। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা চার ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। আপাতত কোথাও তাপ ও প্রবাহের সম্ভাবনাও নেই। পশ্চিমের জেলাগুলিতে বেশ গরম বেশি অনুভূত হবে। তবে শহর কলকাতায় সকালে আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও পরে পরিষ্কার আকাশ থাকবে। তবে কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা আরও একটু বাড়বে। জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বেলা বাড়লে আর্দতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৩৬ থেকে ৮৪ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি হয়নি। দার্জিলিং ও কালিম্পংজেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য এলাকার জেলায় বৃষ্টি আরও ৪৮ ঘন্টা জারি থাকবে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।

শেষদিন সংসদের অধিবেশন না হওয়ার জন্য বিরোধীদের দায়ী করলেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল(হি.স.) : আজ শেষ হলসংসদের অধিবেশন। শেষদিন সংসদের অধিবেশন না হওয়ার জন্য বিরোধীদের দায়ী করছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, গোটা দেশ দেখছে কংগ্রেস একজন নেতার জন্য কী করে চলেছে।

বিরোধী দলগুলির তীব্র হই-হট্টগোলের জেরে বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন। একই গণ্ডগোলের ছবি দেখা গিয়েছে রাজ্যসভাতেও। এদিন রাজ্যসভা বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়েছে। আদানি গ্রুপের কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে আনা অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) তদন্তের দাবিতে বৃহস্পতিবার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধীরা।শেষপর্যন্ত বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন। একই গণ্ডগোলের ছবি দেখা গিয়েছে রাজ্যসভাতেও। শেষদিন সংসদের অধিবেশন না হওয়ার জন্য বিরোধীদের দায়ী করছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর কথায়, "গোটা দেশ দেখছে কংগ্রেস একজন নেতার জন্য কী করে চলেছে। আমরা সবাই দেখেছি সুরাট আদালতে কীভাবে সদলবলে গিয়ে কংগ্রেস বিচারব্যবস্থার উপরে চাপ সৃষ্টি করেছে। একজন কংগ্রেস নেতার দাবি, গান্ধী পরিবারের জন্য আলাদা আইন দরকার।"

কানাডায় হিন্দু মন্দিরে হামলা

অটোয়া, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : কানাডার হিন্দু মন্দিরে হামলা। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতের অন্ধকারে মন্দিরে ভাংচুর চালানো হয়েছে। কানাডার অন্টারিওর ওই মন্দিরের দেওয়ালে কালো রং দিয়ে একাধিক ভারত বিরোধী স্লোগানও লেখা হয়। প্রসঙ্গত, জানুয়ারি মাসেই কানাডার আরেকটি মন্দিরে এহেন আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ঘৃণা ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই হামলা। উইন্ডসর পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার স্থানীয় সময় রাত বারোটা নাগাদ দুই আততায়ী মন্দিরে আসে। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ছিল তাদের। একজন এসে মন্দিরে ভাংচুর চালায়, সেই সময় অপর ব্যক্তি চারদিকে নজর রাখছিল। ভাংচুরের পর মন্দিরের দেওয়ালে কালো রং দিয়ে ভারত বিরোধী স্লোগান লিখে দেয় তারা। সমস্ত কাজ সেরে অন্ধকারেই পালিয়ে যায় দুই আততায়ী। মন্দিরের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে গোটা বিষয়টি। তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, 'হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ', 'মোদীকে জঙ্গি আখ্যা দেওয়া হোক'-এহেন স্লোগান লিখেছে দুই আততায়ী। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আততায়ীদের ধরতে মন্দিরের এলাকার সমস্ত বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজেপিতে যোগ দিলেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা

বীরপাড়া, ৬ এপ্রিল(হি.স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন পঞ্চায়েত সদস্যা। বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তীর দিন বীরপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরবিটি এলাকার তৃণমূল সদস্যা গঙ্গা তামাং যোগ দিলেন বিজেপিতে। তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মাদারিহাটের বিধায়ক মনোজ টিগ্গা। উপস্থিত ছিলেন দলের ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রাহুল লোহার, সাধারণ সম্পাদক সুরেশ শা প্রমুখ।

গঙ্গার অভিযোগ, দলে গুরুত্ব পাচ্ছিলেন না তিনি। সরকারি কাজে তাঁকে এড়িয়ে তৃণমূলের নেতারা নাক গলাচ্ছিলেন। সম্মানের অভাব বোধ করায় তিনি দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

এদিকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালটা বক্তব্য, একাধিকবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ওই পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে। তাঁকে সাবধানও করা হয়েছিল। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর টিকিট পাওয়া কোনওমতেই সম্ভব ছিল না।

রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল, ট্রেন বন্ধ শিয়ালদহে

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : আগামী শনিবার রাত ১০টা ২০ মিনিট থেকে পরদিন সকাল ৮টা ২০ মিনিট পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে।রক্ষণাবেক্ষণের জরুরি কাজের জন্যই বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল।

ওই সময়ের মধ্যে শনিবার রাতে শিয়ালদহ থেকে একটি করে নৈহাটি, বনগাঁ, হাবড়া, ডানকুনি, কল্যাণী সীমান্ত এবং ব্যারাকপুর লোকাল বাতিল করা হচ্ছে। পরদিন, রবিবার সকালে শিয়ালদহ থেকে তিন জোড়া রানাঘাট লোকাল ছাড়াও বনগাঁ, হাবড়া, ডানকুনি, কল্যাণী সীমান্ত এবং ব্যারাকপুরের মধ্যে দু'জোড়া করে লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকবে। এছাড়াও, শিয়ালদহ থেকে দত্তপুকুর, হাসনাবাদ, নৈহাটি, শান্তিপুর ও গেদের মধ্যে এক জোড়া করে লোকাল ট্রেন এবং একটি কৃষ্ণনগর লোকাল বন্ধ থাকবে। দূরপাল্লার ট্রেনের ক্ষেত্রে শিয়ালদহমুখী পদাতিক এবং অজমের এক্সপ্রেস শনিবার কলকাতা স্টেশনে আসবে। ওই দু'টি ট্রেন শনিবার কলকাতা টার্মিনাল থেকেই ছাড়বে। এ ছাড়া, ওই দু'দিনের মধ্যে শিয়ালদহ অভিমুখে আসা গৌড়, দার্জিলিং মেল, পদাতিক, কাঞ্চনজঙ্ঘা, বালুরঘাট-মালদহ টাউন প্যাসেঞ্জার-সহ একাধিক ট্রেন তাদের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে শিয়ালদহ অভিমুখে রওনা হবে। যাত্রীদের হয়রানির জন্য রেলের পক্ষ থেকে আগাম দুঃখপ্রকাশ করেছেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র।

ডিএ নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে সরকারকে আলোচনার নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : ডিএ বিতর্কে এবার হস্তক্ষেপ করল আদালত। ডিএর দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে আলোচনায় বসার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিভগ্ননম।

বৃহস্পতিবার বিচারপতির নির্দেশ, কর্মচারী সংগঠনের তরফে সরকারের কাছে তিনজনের নাম দিতে হবে। তাঁরাই সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মুখ্যসচিব, অর্থসচিবের মতো উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের কথা বলতে হবে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে। বিচারপতি বলেন, আমি চাই, ইতিবাচক সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসুক। সরকারি কর্মচারীরা বারবার কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন। অবিলম্বে সরকারের পদক্ষেপের প্রয়োজন। অনেক মানুষ দূর থেকে ট্রেনে বাসে কাজে আসেন। আজও কাজে আসবেন। কাজ হবে না। তাঁরা ফেরত চলে যাবেন।

এদিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবী সপ্তাংশু বসুর কাছে জানতে চান, সরকারি কর্মীরা কাজে এসেছেন কি? হাসপাতালগুলির কী অবস্থা? তিনি বলেন, আদালতগুলিকে জরুরি পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে নিম্ন আদালতগুলি সমস্যায় পড়ে। এই পরিস্থিতির একটা সমাধান দরকার। আবার যদি ১৫ দিন পর এই ধরনের কর্মবিরতি হয়, তাহলে কী হবে, প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি।

সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। আগামী ১১ এপ্রিল সেই মামলার শুনানি হতে পারে। সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, কর্মচারীরী কি চূড়ান্ত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছেন না? কর্মচারী সংগঠনের আইনজীবী জানান, মুখ্যমন্ত্রী কর্মীদের বিরুদ্ধে অবমামনাকর মন্তব্য করেছেন। তার প্রতিবাদেই কর্মচারীদের কর্মবিরতি।

ভেটেরিনারি কলেজে ডিজিট্যাল ক্লাস রুম চালু করা হবে ঃ মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ভেটেরিনারি কলেজে ডিজিট্যাল ক্লাস রুম চালু করা হবে। বৃহস্পতিবার ভেটেরিনারি কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে একথা জানান প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তুরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।প্রাণী সম্পদ, মৎস্য সহ অন্য দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর পর্যালোচনা বৈঠকের পাশাপাশি বিভিন্ন অফিস পরিদর্শনও করছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। বৃহস্পতিবার পরিদর্শন করেন ভেটেরিনারি কলেজ। পরিদর্শনের সময় উনার সঙ্গে ছিলেন সচিব, অধিকর্তা সহ অন্যরা। কলেজে মন্ত্রী কথা বলেন ফ্যাকাল্টি, পড়ুয়াদের সঙ্গেও। আলোচনায় উঠে আসে কলেজের পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা। এনিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ডিজিট্যাল ক্লাসরুম চালুর দাবি উঠেছে। আগামী দিনে তা চালুর আস্বাস দেন মন্ত্রী। অন্যান্য সমস্যাগুলিও সমাধান করা হবে। রাজ্যের কৃষকদের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে , রোগ মুক্ত প্রানির সংখ্যা বাড়ানো যাতে যায় সেজন্য কাজ করা হবে।পাশাপাশি মন্ত্রী এদিন আরও জানান, এই কলেজে ভাল ব্যবস্থাপনা আছে। আগামী দিনে অনেক কিছু হবে।

জি-২০ সামিটে ত্রিপুরা অংশীদার হওয়ায় গর্বিত সুবল ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। জি-টোয়েন্টির মতন একটি শক্তিশালী বিশ্ব সংগঠনের সামিট রাজ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি কে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজেপি নেতা সুবল ভৌমিক বলেন ত্রিপুরা এই সামিটে অংশ হতে পেরে আমরা গর্বিত। একইসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও এই সামিট পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তিনি যে দক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই সামিটকে ঘিরে সৌন্দর্যায়নও আতিথিয়তা প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি বলেন আমরা গর্বিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত আজ বিশ্ব গুরুর সম্মান অর্জন করতে পেরেছে। জি-টুয়েন্টি দেশগুলি ভারত প্রতিনিধিত্ব করছে। ১৯৯৯ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৬০ শতাংশ বিশ্ব জনসংখ্যা ৮০ শতাংশ গ্লোবাল জিডিপি ৭৫শতাংশ গ্লোবাল ট্রে ড মত বিষয়গুলি নিয়ে যে সংগঠন প্রতিনিয়ত গবেষণা ধর্মী কাজ করে যাচ্ছে।

পরিস্থিতি বুঝে রাষ্ট্রপতিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি সুকান্তর

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : পরিস্থিতি বুঝে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। হাওড়ায় এক ওডিয়াকে গ্রেফতারের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতিকে লেখা ওডিয়া সম্প্রদায়ের চিঠি নিয়ে বৃহস্পতিবার এই আর্জি জানান সুকান্তবাবু। ওই চিঠি যুক্ত করে বৃহস্পতিবার সুকান্তবাবু টুইটারে লেখেন,

"ভুল করায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংবিধানে যথেষ্ট বিধান রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠতে হবে। রাষ্ট্রপতিকে পরিস্থিতি বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আর কতদিন নিরপরাধ মানুষ ভোগ করবে?ওড়িয়া সম্প্রদায়ের বন্ধুরা শিল্পিকান্ত দাসের গ্রেফতারের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁকে রাম নবমীতে শিবপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। ঘটনার দিন বিকাল ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত তিনি তাঁর কর্মস্থলে ছিলেন। তাঁর কোম্পানির পোষাক পড়ে বাড়ি ফেরার সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যজুড়ে হনুমান জয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মহাসমারোহে এবছর হনুমান জয়ন্তী পালন করা হয় ।শহরতলী ভারতরত্ন সংঘেও হয় বৃহস্পতিবার দিন হনুমান পুজা।

মহাবীর হনুমান শক্তি, সাহস, ভক্তি, বিশ্বস্ততা এবং নিঃস্বার্থ সেবার প্রতীক ।প্রতিবছর এই হনুমান জয়ন্তী উদযাপন বিভিন্ন জায়গায় করা হলেও এবছর সাড়ম্বরে হচ্ছে হনুমান পুজা ।আগরতলা শহরে বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন পাড়ায় হচ্ছে হনুমান পূজা। শহরতলীর ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ভারতরত্ন সংঘে হয় হনুমান পূজা এদিন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ দিলিপ দাস সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা। প্রাক্তন বিধায়ক এদিন বলেন, শক্তির পূজা করাই দরকার এখন। কয়েকশ হাজার বছর ধরে শক্তির পূজা করা হয়নি। তিনি বলেন, আমাদের ভিতরে যে হিন্দুত্বের শক্তি ছিল সেটা বিদেশী শাসনে এবং বিদেশী আক্রমনে জর্জরিত হয়ে পায়ের নিচে মিশে গেছে। সেইও শক্তি উদ্ধার করতে হবে। শক্তিশালী ভারত যদি গড়তে হয়, তাহলে ঘরে ঘরে শক্তির পূজা করতে হবে। দিলিপ দাস বলেন, হনুমান আমাদের আরাধ্যা দেবতা।

তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর ও কৃষ্ণপুরের বিধায়ককে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া, কল্যানপুর ও কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কদের সংবর্ধনা বিজ্ঞাপন করা হয়।

এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমার নবনির্বাচিত তিন বিধায়ককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির হল ঘরে মহকুমার তিন বিধায়ক যথাক্রমে ২৭ কল্যানপুর প্রমোদনগর কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ২৮ তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা সরকারের মূখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায় এবং ২৯ কৃষ্ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যান দপ্তুরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পঞ্চায়েত স্তরের পক্ষ থেকেও নবনির্বাচিত তিন বিধায়কদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস রায়, তেলিয়ামুড়া ব্লক আধিকারিক দেবপ্রিয়া দাস, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায় সহ অন্যান্যরা।

বিলোনীয়ায় নিপুন সেনিটাইজেশন কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। রিড টু লার্নড, লার্নড টু রিড এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজ দক্ষিণ জেলা শিক্ষা দপ্তুরের উদ্যোগে বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ার অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নিপুন সেনসেটাইজেশন কর্মশালা। প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে বিআরপি সিআরপি ইত্যাদি স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকারা এই এক দিবসীয় কর্মশালায় অংশ নেয়। উদ্দেশ্য একটাই প্রাথমিক স্তর থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিশুরা যাতে পড়ে বুঝতে পারে এবং বুঝে পড়তে পারে। এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন শিক্ষা দপ্তুরের আধিকারিক অভিজিৎ সমাজপতি। তিনি বলেন গত কয়েক বছর থেকে সারা রাজ্যে এই কর্মসূচি শুরু হয়ে গেছে। এরই মধ্যে প্রায় ৮৫ শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়ে গেছেন। এখান থেকে যারা প্রশিক্ষণ নেবেন তারা বিদ্যালয়ে গিয়ে অন্যদের প্রশিক্ষণ দেবেন যাতে আগামী দিনে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাতে পারেন।

তেরঙ্গা মিছিল

● প্রথম পাতার পর

কেবলমাত্র একটা রাজনৈতিক স্লোগান নয়। বিগত বছরগুলিতে প্রায় সব রাজনৈতিক দলই ন্যায়বিচার নিয়ে রাজনীতি করে গিয়েছে। এইসব দলের নেতারা শুধুমাত্র পরিবারের জন্য করে খেয়ে গিয়েছে। কিন্তু, বিজেপির চোখে কোনও ভেদাভেদ বা বৈষম্য নেই।

এদিক, বিরোধী দলগুলির তীব্র হই-হট্টগোলের জেরে বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন। একই গণ্ডগোলের ছবি দেখা গিয়েছে রাজ্যসভাতেও। এদিন রাজ্যসভা বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়েছে। আদানি গ্রুপের কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে আনা অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) তদন্তের দাবিতে বৃহস্পতিবার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধীরা ।বিরোধী দলের সদস্যরা তাদের দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে এদিন লোকসভায় সরব হন। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেন, বিরোধী সদস্যদের আচরণ নিম্নকক্ষের মর্যাদাকে খর্ব করেছে । বিরোধীরা 'পরিকল্পিতভাবে' লোকসভার কার্যধারাকে ব্যাহত করেছে বলে অভিযোগ করেন অধ্যক্ষ ।তিনি বলেন, এই ধরনের আচরণ সংসদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সংসদ বা দেশের জন্য ভালো নয়। তবে বিরোধী দলের সদস্যরা অধ্যক্ষের আবেদন উপেক্ষা করে তাঁদের বিক্ষোভ অব্যাহত রাখেন। এরপরই ওম বিড়লা তাঁর প্রথাগত সমাপ্তি বক্তৃতা শেষ করার পর লোকসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেন ।রাজ্যসভায় বিরোধী সদস্যরা আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবিতে উঠে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছিলেন । বারবার তাঁদের শান্ত করার আবেদনেও কাজ না হওয়ায় রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর২টা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয়।

আবেগের

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনে উপজাতিদের আবেগকে পুঁজি করে, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের শ্লোগান তুলে তিপ্রা মথা জয় নিশ্চিত করে তখন থেকেই তিপ্রা মথার অগ্রগতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশেষ করে সিপিএম কংগ্রেস এমনকি বিজেপিও তিপ্রা মথার সাথে দোস্তি করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। গত বিধানসভা নির্বাচনে ৪২ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিপ্রা মথা মাত্র ১৩টি আসন লাভ করে বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে সত্যি কিন্তু উপজাতিদের বড় অংশ যে তাদের সঙ্গে নেই তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে তিপ্রা মথার ভবিষ্যৎ কি তার নিশ্চয়তা আজ প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

ঘোলাঘাটিতে

● প্রথম পাতার পর

ফিরে না আসায় ওনার পরিবারের লোকজনদের মধ্যে সন্দেহের দানা বাধে। সন্ধ্যার পর থেকে সমস্ত আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেও খোঁজখবর নিয়ে কোন সন্ধ্যার পাওয়া যায়নি নিখিল ঋষি দাসের।

বুধবার রাতেই আমতলী থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করানো হয় ওনার পরিবারের পক্ষ থেকে। পরিবারের একমাত্র ভরসা নিখিল ঋষি দাসের আচমকা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় গোটা পরিবার মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে নিখোঁজ নিখিল ঋষি দাসের স্ত্রী শিল্পী ঋষি দাস সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া স্বামীকে খুঁজে পাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন সহ সকলের কাছে।

আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

তদন্তের জন্য কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা যায় মৃত ব্যক্তির দুই ছেলে কর্ম সূত্রে বহিঃ রাজ্যে থাকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জাইকা মিশন টিম স্কেটফর্ম প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে ত্রিপুরা সফর করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ইন্ডিয়া মিশন সম্প্রতি ত্রিপুরা সফর করেছে ০৩ থেকে ০৬, ২০২৩ পর্যন্ত, দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা জাইকা (এসসিএটিফোরম) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে। ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট শ্রী শুভম শ্রীবাস্তব এবং চিফ ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট শ্রী অনুরাগ সিনহার সমন্বয়ে গঠিত দলটি প্রকৃতি ভবনে একটি পর্যালোচনা সভায় যোগ দিয়েছিল, যেখানে তারা প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি মূল্যায়ন করেছিল।

ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের সিইও এবং পিডি ড় অবিনাশ এম কানফাদে, জাইকা মিশন টিমের কাছে প্রকল্পের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তারা নন-টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাকশন (এনটিএফপি) সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (এনসিই) এর অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেছে।

পর্যালোচনা সভা ছাড়াও, জাইকা মিশন টিম প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য অর্থ সচিব, পিডব্লিউডি এবং পরিকল্পনা, জিওটি-র সাথেও দেখা করেছে। দ্বিতীয় দিনে, দলটি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বেলবাড়ি বীট পরিদর্শন করে স্কেটফর্ম প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলি দেখতে। তারা এমানুয়েল জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির (জেএফএমসি) সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেছেন যারা এনটিএফপি বিক্রিতে নিয়োজিত। জাইকা দলটি গাঙ্গিয়া টুইসা জেএফএমসি এবং পূর্ব বেলবাড়ি জেএফএমসির অধীনে মাল্টি-ইউটিলিটি সেন্টার (এমইউসি) এ এসসিএটিফর্ম প্রকল্পের অধীনে নির্মিত কৃষি বনায়ন এবং চেক ড্যাম পরিদর্শন করেছে। তারা গাঙ্গিয়া টুইসা জেএফএমসি-এর অধীনে নির্মিত চেক ড্যামে বৈজ্ঞানিক মাছ চাষের উপর একটি প্রদর্শনীও প্রত্যক্ষ করেছে এবং মৎস্য কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীগুলিকে (এসএইচজি) মাছের খাদ্য বিতরণ করেছে।

তৃতীয় দিনে, জাইকা টিম মাঠ বাস্তবায়নের অগ্রগতি দেখতে গোমতি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিদর্শন করে। তারা গোমতি জেলার কিল্লা রেঞ্জের অধীনে মন্থর জেএফএমসিতে নবনির্মিত এমইউসি উদ্বোধন করেন। জুই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা মোমবাতি তৈরি প্রদর্শন করে, এবং খুম্পুই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা জাইকা ইন্ডিয়া মিশনের সামনে শুকনো মাছ প্রক্রিয়াকরণ দেখায়। জুই এসএইচজি-এর অধীনে নির্মিত একটি মডেল-২ চেক ড্যামেও আঙুল ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

পরে বিকেলে জাইকা মিশন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কাকুলিয়া রেঞ্জ পরিদর্শন করেন এবং কাকুলিয়া রেঞ্জের অধীনে নির্মিত মুহুরীপুর কেন্দ্রীয় নার্সারি অফিস কক্ষের উদ্বোধন করেন।

জ্বাজ্জঞ্চঙ মিশন টিম প্রকল্পের উপাদান বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্মকর্তাদের ইঙ্গিত দিয়েছে যে স্কেটফর্ম প্রকল্পটি টিএফআইটিপিপি প্রকল্পের মতো একটি সফল উদ্যোগ হবে। দলটি বিশ্বাস করে যে পর্যায়-জ্জজ্জজ্জ হিসাবে প্রকল্পটি অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে খুব ইতিবাচক হবে।

জ্বাজ্জঞ্চঙ মিশন টিম ৬ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে সন্ধ্যায় ত্রিপুরা রাজ্য থেকে রওনা হয়। জাইকা মিশন টিমের সফল সফর টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে জাপান ও ত্রিপুরার মধ্যে অংশীদারিত্ব জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কমলাসাগরে হনুমান পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। কমলাসাগর প্রখণ্ড বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বজরং দল হনুমান জয়ন্তীর শুভ দিনে রাম নবমী শোভাযাত্রা আয়োজন করে। শোভা যাত্রাটি মধুপুর বাজার থেকে শুরু হয়ে উত্তম চৌমুহনি গোশালায় পরিসমাপ্ত ঘটে। রামনবমীর শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ-সভাপতি , বিশালগড় ব্লক চেয়ারপার্সন ছন্দা দেববর্মা, বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তাগণ।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ আধিকারিক পঙ্কজ বিশ্বাস।

স্পেশাল পিপি জানান, ওই মামলায় শুনানিতে আদালতে ১৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। শুনানি শেষে আজ আদালত নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্ত অনিল দাসকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার রায় দিয়েছে। অনাদায়ে অতিরিক্ত দুই মাসের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক আশুতোষ পান্ডে।

নাগরিক আটক

● প্রথম পাতার পর

আধার কার্ড পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ওই আধার কার্ড ভুয়ো না কি আসল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, আফসার আহমেদ, সুহাগ খাঁ, সাবিনা হাওলাদার এবং রুমন হাওলাদার ওই চারজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে রুমন হাওলাদার কাছে ভারতীয় আধার কার্ড পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। অথচ, শাসক দলের মদতে তাঁদের কোনভাবেই থামানো যাচ্ছে না।

তিনি বলেন, খবর পেয়ে পিআর বাড়ি থানার পুলিশ এসেছে এবং যাবতীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করে নিয়ে গেছে। এই ঘটনায় থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেছি। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে সন্ত্রাস বন্ধে প্রয়াস নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ঘিলাতলী স্কুলে এনএসএসের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর উত্তর ঘিলাতলী রতিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সাত দিনের জাতীয় সেবা প্রকল্প এর বিশেষ বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। প্রথমে অতিথি দের বরণ করে নেয় ছাত্র ছাত্রীরা। পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। মহাত্মা গান্ধী এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ধ অর্পণ করা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন এই শিবিরের প্রোগ্রাম অফিসার তথা শিক্ষক সমীর শীল। অনুষ্ঠানে সভাপত্বিত করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন দাস। এছাড়াও ছিলেন কল্যাণপুর ব্লক এর এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান নমিতা চক্রবর্তী, জিলা পরিষদ সদস্য শেফালী রায়, দক্ষিণ দুর্গাপুর পঞ্চায়েত প্রধান শিখা রানী দাস সহ অন্যান্য রা। বিধায়ক বলেন এই জাতীয় সেবা প্রকল্পের বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে মানব সম্পদ বিকশিত হয়। এছাড়া সমাজ কল্যানে ছাত্রছাত্রী দের ব্যক্তিত্য বিকাশ আরও দ্রুত হয়। সাত দিনের এই শিবিরে সচেতনতা মূলক অনেক অনুষ্ঠান হবে বলে বিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়। ৭ এপ্রিল হবে বৃক্ষরোপন ও সাফাই অভিযান এবং কল্যাণপুর থানা ও শিক্ষক প্রসেনজিৎ দাসের উদ্যোগে আলোচনা সভা স্বচ্ছ ভারত, নেশা মুক্ত সমাজ এবং যুব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পর্কে। এরপর দিন দুর্ঘটনা এড়াতে যান চালকদের মধ্যে মিষ্টি ও লিফলেট বিলি করা হবে। ৯ এপ্রিল কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তুরের সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবিলা সম্পর্কে মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। একই সাথে আলোচনা হবে দুর্যোগ মোকাবিলায় কি কি করণীয়। এরপর দিন কল্যাণপুর হাসপাতালে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য ও রক্তদান বিষয়ে আলোচনা ও হবে। ১১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে শিক্ষামূলক ভ্রমণ। শেষ দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সার্বিক মূল্যায়ন হবে এই বিশেষ শিবিরের। অংশগ্রহণ কারী ছাত্র ছাত্রী দের শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

ও.বি.সি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের বাদ দিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্ভব নয় ঃ মন্ত্রী সান্তনা চাকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ও.বি.সি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের বাদ দিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্ভব নয়। নলছড়ে ও.বি.সি কর্পোরেশনের উদোগ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একথা বললেন ও.বি.সি কল্যাণ দপ্তুরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা।

উদ্দেশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। নলছড় ব্লক এলাকার ১০০ জন রাবার চাষীকে ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয় বৃহস্পতিবার। ত্রিপুরা ও.বি.সি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল এই প্রশিক্ষণ শিবির ও চাষের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি প্রদান অনুষ্ঠান। ব্লক এলাকার মায়ারানী , তক্সাপাড়া ,বগাবাসা এই ৩ এলাকায় হয়েছিল প্রশিক্ষণ শিবির। নলছড় দশমীঘাট মাঠে হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান। ভাষণ রাখতে গিয়ে ও.বি.সি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা বলেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার দেশ ও রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর ও.বি.সি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের বাদ দিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্ভব হবেনা। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন নলছড় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন জহরলাল ঘোষ , ও.বি.সি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাবার চাষীদের শংসাপত্র তুলে দেন অথিতিরা।

এসডিএমকে ডেপুটেশন বিলোনীয়ার বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ এপ্রিল।। বৃহস্পতিবার বিলোনিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক দীপঙ্কর সেন ও ঋষ্যমুখ কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক মিত্র ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে অভিযোগ পত্রের কপি তুলে দেন মহকুমা শাসকের হাতে। রেগা ও টুয়েপ প্রকল্প সহ একাধিক বিষয়ে মহকুমা শাসকের সাথে কিছু আলোচনা করার পর , মহকুমা শাসকের কক্ষ থেকে বেরিয়ে বিধায়ক দীপঙ্কর সেন জানান রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর, ভারত চন্দ্র নগর ও ঋষ্যমুখ ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে রেগার কাজ নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা জারি রয়েছে। তিনি অভিযোগ করে ডেপুটেশনের মাধ্যমে মহকুমা শাসককে জানান জব কার্ডধারী এমন একাধিক ব্যক্তিকে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস করার অপরাধে তাদের রেগার কাজে নেওয়া হচ্ছে না এবং কোথাও কোথাও কাজে গেলে কাজ থেকে সে সমস্ত শ্রমিকদের জোরপূর্বক ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনুরূপভাবে বিলোনীয়া পুর পরিষদ এলাকার কয়েকটি ওয়ার্ডে টুয়েপের কাজ করার ক্ষেত্রেও একই রূপ দেখা যাচ্ছে। দীপঙ্কর সেন বলেন অবিলম্বে রাজনৈতিক প্রতি হিংসা বন্ধ করে সকল জব কার্ডধারিদের রেগার কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করতে মহকুমা শাসক যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেই দাবি জানানোর পাশাপাশি মহকুমা শাসকের নিকট অভিযোগ করা হয় বিলোনীয়া মহকুমার গনবন্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ রেশন ব্যবস্থার মধ্যে বেশ কয়েকটি সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকান আছে যেখানে অনৈতিকভাবে বাম এবং কংগ্রেস সমর্থক গ্রাহকদের রেশন প্রদান করা হচ্ছে না। এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য মহকুমা শাসকের কাছে দাবী রাখেন বিধায়কদ্বয়।

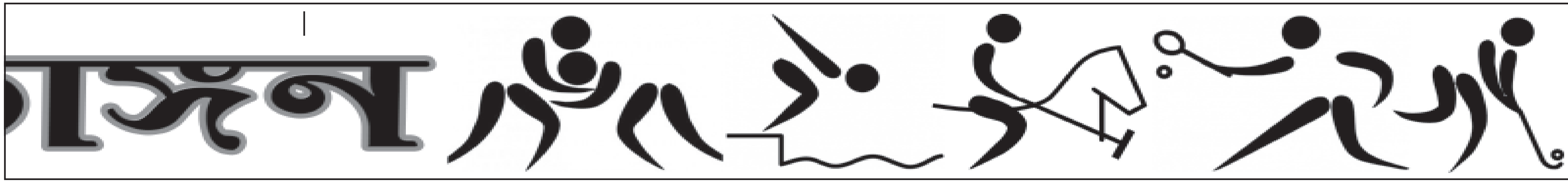

গার্লস ক্রিকেট : ভবনসকে হারিয়ে জয় দিয়ে শুরু নন্দননগর স্কুলের

ভবনস- ১০১/৭(২০) নন্দননগর: ১০৩/২(১৬.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। দুর্দান্ত জয় নন্দননগর স্কুলের। তাও ফেভারিট ভবনস কে ৮ উইকেটে হারিয়ে নন্দননগর স্কুল গার্ল জয় দিয়ে লিখ সূচনা করেছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের স্কুল ক্রিকেটে। প্রথমবর্ষ আসর হওয়ায় বালিকা ক্রিকেটারদের অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। এরই প্রভাব দেখা গেলো মাঠে। মোট ২০৪ রানের মধ্যে অতিরিক্ত খাতে আসে ৯৯ রান। এরমধ্যে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির পায় ৫৫ রান। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের গড়া ১০১ রানের জবাবে নন্দননগর স্কুল ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে অতিরিক্ত রানের কাঁধে ভর দিয়ে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১০১ রান সংগ্রহ করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ৫৫ রান। এছাড়া, দলের পক্ষে অধিনায়ক মনিমা চক্রবর্তী ৩২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। ওপেনার স্নিগ্ধা রায় (১১) ছাড়া দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। নন্দননগর স্কুলের পক্ষে দলনায়িকা অন্তরা রুদ্র পাল (২/২৭) ও চন্দ্রা দেব (২/২০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১৬.২ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় নন্দননগর স্কুল। দলের পক্ষে পূর্ণিমা দেবনাথ ২০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, ওপেনার তৃষ্ণা ছেত্রী ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং ত্রিশা রায় ৬৬ বল খেলে অপরাজিত থেকে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৪ রান। ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের মহিমা রবিদাস ও সানিয়া খাতুন একটি করে উইকেট পেয়েছে।

সন্দীপন, রাজদীপের দুর্দান্ত বোলিংয়ে রাজ্য সেরা সদর-বি

সদর-বি:- ১৪৬/৮(৪০) সদর-এ:- ৪৫/১০(২৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন সদর 'বি'। বৃহস্পতিবার ফাইনালে সদর 'বি' হেলায় পরাজিত করলো সদর 'এ'কে। এম বি বি স্টেডিয়মে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সদর 'বি' ১০১ রানে পরাজিত করে সদর 'এ'কে। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে সদর 'বি'-র গড়া ১৪৬ রানের জবাবে সদর 'এ' মাত্র ৪৫ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের সন্দীপন দাস ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছে। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার সকালে সদর 'এ'-র অধিনায়ক অর্পন ভটটাচার্য টসে জয়লাভ করে সদর 'বি'কে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। সদর 'বি' নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রান করে। দলের পক্ষে আকাশ দেবনাথ ৩৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, সন্দীপন দাস ৪৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, ইয়াশ দেববর্মা ৮৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, ময়ুখ চৌধুরি ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং শ্রীজন দেব ২১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২০ রান। সদর 'এ'-র পক্ষে অর্পন ভট্টাচার্য (৩/২৩) এবং আংশ ভাটনাগর (৩/৩১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে সন্দীপন দাস (৩/৭) এবং রাজদীপ দেবনাথের (৩/৯) দুরন্ত বোলিংয়ে মাত্র ৪৫ রানে গুটিয়ে যায় সদর 'এ'। সন্দীপন এবং রাজদীপের দুরন্ত বোলিংয়ে সামনে ২২ গজে কার্যত লুটিয়ে পড়ে সদর 'এ'-র ক্রিকেটাররা। দলের পক্ষে রাজদীপ সিনহা ৪১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং স্নেহাল দত্ত ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। সদর 'বি'-র পক্ষে সন্দীপ এবং রাজদীপ ছাড়া অনিকেষ বিশ্বাস (২/৭) সফল বোলার।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টির ফের ৪টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। একদিন বন্ধ থাকার পর আগামীকাল আবার ৪ টি ম্যাচ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটের। এম বি বি স্টেডিয়ামে সকাল ৯ টায় জে সি সি- ও পি সি, দুপুর সোয়া ১ টায় শতদল সংঘ - পোলস্টার, নরসিংগড় পুলিট ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে সকাল ৯ টায় সংহতি - ব্লাডমাউথ এবং দুপুর সোয়া ১ টায় কসমোপলিটন খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে। শেষ ম্যাচে সংহতিকে হারিয়ে চমক দেওয়া মৌচাকের ক্রিকেটাররা চাইছেন আগামীকাল কসমোপলিটনকেও হারাতে। অপরদিকে কসমোপলিটনের লক্ষ্য জয়ের হ্যাটট্রিক করা। একই লক্ষ্য জে সি সি-রও। ৮ দলই বৃহস্পতিবার হালকা অনুশীলন সেরে নিয়েছে।

১৫টি কোচিং সেন্টারকে ক্রিকেট সামগ্রী প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। লক্ষ্য একটাই। ক্রিকেটের ব্যাপকতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উদীয়মান, খুদে ক্রিকেটাররা যেন সাফল্যের লক্ষ্যে আরও এগিয়ে আসতে পারে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বর্তমান কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। কদিন আগে মহিলা স্কুল ক্রিকেটের ছয়টি দলকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ক্রিকেট সামগ্রী তুলে দেওয়ার পর আজ, বৃহস্পতিবার টিসিএ-র অধীনে থাকা সদরের ১৫টি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকেও ক্রিকেট সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা দুটোয় এমবিবি স্টেডিয়ামে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সদরের পনেরোটি কোচিং সেন্টারের কর্মকর্তা ও ক্রিকেটারদের হাতে টিসিএ-র পক্ষ থেকে ক্রিকেট সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও প্রতিটি কোচিং সেন্টারকে প্রায় এক লক্ষ টাকা করে মোট ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ক্রিকেট সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে টিসিএ-র সহ-সভাপতি তিমির চন্দ, সম্পাদক তাপস ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি জয়ন্ত দে সহ অন্যরাও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, পরবর্তী সময়ে টিসিএ-র পক্ষ থেকে প্রতিটি মহকুমা স্তরেও ক্রিকেট সামগ্রী এবং নতুন ম্যাটিং উইকেট বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর।

বাপ্পার দুরন্ত ব্যাটিংয়ে জয়ী ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। 'বুড়ো ঘোড়ার' ব্যাটিং দাপট। 'বুড়ো'- ওই আখ্যা দিয়েই ত্রিপুরা সিনির দলে এখন আর জায়গা পাননা একসময়ের তারকা অলরাউন্ডার উদয়পুরের বাপ্পা দাস। ডান হাতি ওই ব্যাটসম্যানটি যে এখনও ফুরিয়ে যাননি এর ঝলক রবিবার দেখলেন নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমির ক্রিকেট প্রেমীরা। মূলত বাপ্পার ব্যাটিং দাপটের কাছেই হারলো চলমান সঙ্ঘ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। এদিন দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ব্লাডমাউথ ক্লাব ৩ উইকেট হারিয়ে ২০১ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার বাপ্পা দাস ৩৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭১, প্রশান্ত ভান্ডারি ২৩ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ (অপ:),অরভিন্দ ভর্মা ২০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, রাহুল হুসেন ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং কৌশল আচার্য ১৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। চলমান সঙ্ঘের পক্ষে জয়দেব দেব (২/৫৪) সফল বোলার।

কাল থেকে অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেট, আমবাসা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আমবাসা, ৬ এপ্রিল আমবাসা মহকুমাকে নেতৃত্ব দেবে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। ডেপুটি হিসাবে থাকবে শুভ্রজিত নাথ ভোমিক। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। ৮ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে আসর। ১০ এপ্রিল আমবাসা মহকুমার প্রথম প্রতিপক্ষ কৈলাসহর মহকুমা। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে হবে ম্যাচটি। আসরে অংশগ্রহণের জন্য ঘোষনা করা হয় মহকুমার দল। ঘোষিত দল:প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী (অধিনায়ক), রাজেশ পাল, উত্তম দেবনাথ, অমিত ত্রিপুরা, সুজয় দাস, দীপক দেব,সমর রুদ্র পাল, শুভ দাস, প্রিয়তোষ বিশ্বাস, রাজবীর শিং, নিশান সেন, অভিজিৎ মোদক, শুভ্রজিত নাথ ভোমিক(সহ অধিনায়ক),দেবাংশু দেব, দীপায়ন দাস এবং উদ্ভব রায়।

অনূর্ধ-১৭ আন্তঃস্কুল গার্লস ক্রিকেটে টানা জয় বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের

বড়দোয়ালি-১১৩/৫(১৯) (টার্গেট ৩১) বিদ্যাসাগর-৩৩/১(৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার ভি জে ডি মেথডে বিদ্যাসাগর স্কুল ৯ উইকেটে পরাজিত করে বড়দোয়ালি স্কুলকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা অনূরধ্ব-১৭ আন্ত: স্কুল বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বড়দোয়ালি স্কুলের গড়া ১১৩ রানের জবাবে ৩ ওভারে ৩৩ রান করার পর বষ্টি নামে। পরে আর খেলা হয়নি। ভি জে ডি ম্যাথডে ৫ ওভারে জয়ের জন্য বিদ্যাসাগর স্কুলের দরকার ছিলো ৩১ রান। যা ৩ ওভারেই করে নেয় বিদ্যাসাগর। পর পর দুই ম্যাচে জয়লাভ করে লিগ টেবিলের শীর্ষে রইলো সুজন সরকারের মেয়েরা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বড়দোয়ালি স্কুল নির্ধারিত ০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান করে। দলকে কার্যত একাই টেনে নিয়ে যায় শান্তিকা নম: দাস।

শায়ন্তিকা ৬৮ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রান করে সকলের নজর কেড়ে নেয়। এছাড়া দলের পক্ষে অঙ্কিতা মজুমদার ২৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৯ রান। বিদ্যাসাগর স্কুলের পক্ষে লক্ষ্মী দেবনাথ (২/১৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ৩ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৩৩ রান করার পর বৃষ্টি নামায় শেষ পর্যন্ত খেলা আর হয়নি। ওই সময় বিদ্যাসাগর স্কুলের পক্ষে স্নেহা দেবনাথ ৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে এবং লক্ষ্মী দেবনাথ ৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যায়।

মহকুমা সংস্থা, বালকদের স্কুল দল সিনিয়র মহিলা টিমকেও ক্রিকেট সামগ্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। আরও বেশ কিছু ক্রিকেট সামগ্রী বিতরণ করবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বর্তমান পরিচালন কমিটি। ইতোমধ্যে মহিলা স্কুল ক্রিকেটের ছয়টি টিমের পর টিসিএ-র অধীনে থাকা সদরের ১৫টি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার-কেও ক্রিকেট সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এবার অনুমোদিত সবকটি মহাকুমা সংস্থাকে সম্পূর্ণ ক্রিকেট গিয়ার্স, বক্স নেট, পিচ কাভার এবং ম্যাট বিতরণ করা হবে। আগামী ১০ এপ্রিল বেলা বারোটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মহকুমা ক্রিকেটে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দের হাতে এই ক্রিকেট সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। একইভাবে আগামী ১৩ এপ্রিল এমবিবি স্টেডিয়ামে দুপুর বারোটায় অপর এক অনুষ্ঠানে সদর সাব ডিভিশনাল আন্তঃস্কুল অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী স্কুল দলগুলোকে এবং সদর সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে সম্পূর্ণ ক্রিকেট গিয়ার্স বিতরণ করা হবে। দুটো অনুষ্ঠানেই সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশনের সম্পাদক তাপস ঘোষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত, কুমারঘাটে রাজ্য ভলিবল শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। উদ্বোধন আগামীকাল। ৪৪তম পুরুষ এবং ৩৫ তম মহিলা রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতার। কৃষ্ণ চন্দ্র সাহা স্মৃতি ওই আসর হবে কুমারঘাটের পি ডব্লু ডি মাঠে। আগামীকাল বিকেল ৪ টায় হবে আসরের উদ্বোদন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়, প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, ঊণকোটি জেলার জেলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ত্রিপুরা ভলিবল সংস্থার চিফ পেট্রণ শিবু সাহা এবং বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে আসর। এদিকে রাজ্য আসর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে জোর প্রস্তুতি নিয়েছে উদ্যোক্তা কুমারঘাট ভলিবল সংস্থার কর্তারা। সাজিয়ে তোলা হয়েছে কুমারঘাটের পি ডব্লু ডি মাঠটিকে। আগামীকাল সকালে প্রতিটি জেলা দল পৌঁছে যাবে উত্তর জেলার কুমারঘাটে।

শান্তিকামী সংঘে প্রাইজমানি কাবাডি শুরু, ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রাইজমানি ওপেন পূর্বোত্তের কাবাডি প্রতিযোগীতা শুরু হয়েছে আজ। প্রতিযোগিতা চলবে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত। শান্তি কামী সংঘ সংলগ্ন মাঠেই হচ্ছে দিবারাত্রির এই আসর। প্রথমবারের মতো আয়োজন করেছে এই টুর্নামেন্ট। উদ্যোক্তা শান্তিকামী সংঘ। উত্তর পূর্বের মোট আটটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। বিশাল অংকের প্রাইজমানিও ঘোষণা করা হয়েছে।

PNIe-T No: - 02 /PNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIT No. : 151/DNIeT/EE/DWS/BLN/2022-23	₹ 5,40,537.00	₹ 10,811.00	Upto 3.00 P.M on 24.04.2023	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 24.04.2023 if possible
2	DNIT No. : 01/DNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24	₹ 6,55,877.00	₹ 13,118.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/a or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/ eedwsdivbln@yahoo.in

For and on behalf of Governor of Tripura.
Executive Engineer
DWS Division, Belonia,
South Tripura District, Tripura
"Conserve Water and Save Life"

ICA/C-062/23

PNIe-T No:- 40 /PNIeT/EE/DWS/BLN/2022-23
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid	Tender Fee
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deployment of Truck for Drinking Water supply within Hrishyamukh R.D. Block & BMC (Gr-II). DNIT No. : 163/DNIeT/EE/DWS/BLN/2022-23	₹ 2,34,900.00	₹ 4,698.00	Upto 3.00 P.M on 12.04.2023	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 12.04.2023 if possible	₹ 1,000.00

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/a or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/ eedwsdivbln@yahoo.in

For and on behalf of Governor of Tripura.
Executive Engineer
DWS Division, Belonia,
South Tripura District, Tripura
"Conserve Water and Save Life"

ICA/C-059/23

Agartala Municipal Corporation Electrical DIVISION, AGARTALA, WEST TRIPURA PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura invites on behalf of the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders /Firms /Agencies having experienced in similar nature of works/ appropriate class of Blectrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00P.M.on 20- 04-2023 for the following work

SLNO	NAMEOFTHEWORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
01	DNIeT No:EE (Elect)/AMC/01/2023-24	₹ 4,01,020.00	₹ 8,020.00	30 (Thirty) days	Date:- 20-04-2023 Time:15:00 Hrs.
02	DNIeT No: EE (Elect)/AMC/59/2023-24	₹ 23,35,000.00	₹ 46,700.00	30 (Thirty) days	

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor AMC
(Er. Sujay Chaudhury)
Agartala Municipal Corporation
Executive Engineer, Electrical Division,

No.F.1(4)-GDP/UDP/ESTT.(VL 2022.23) Date: 05/04/2023

WALK IN INTERVIEW

walk-in interview for engagement of GuestVisiting Lecturer(s) will be held at Gomati District Polytechnic, Fulkumari, Udaipur, Gomati Tripura on 17% April, 2023 from 11:00 A.M. 2:00 P.M. forthe following Subjectiiscipline- (i) Computer Science & Technology,
1 Engineering/ Technology: B.E/B.Tech. in relevant: discipline with First Class or Equivalent. A
candidate havi ME/M.Tech in relevant discipline must have First Class either in B.E/B Tech, or M.E/M.Tech. at the time of interview, Engagement will be purely on temporary basis at Femuneration of Rs. 500/- (Rupees Five Hundred) only per class of 45 'minutes duration with maximum Ceiling of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty sand) only per montly, Engagement will be for a period of 06 (six) months initially which may be extended further, if required, during%he academic year 2022-23 and will be made strictly on merit basis by way of maintaining the Feservation policy of the state Government and screening of API score followed by interviewsas Per New Recruitment Rules, Interested candidates are hereby informed fo report to the O/o the Principal by 11:00 AM along with the originals and self-attested photocopies of all relevant documents, application in plain Paper, one recent P&SS-port size color Photograph and filled-in bio-data on the prescribed format that is available on the Institute Website. No TA/DA will be Provided for @ppearing in the interview.

Sd/- (Suraj Deb Barma)
Principal-in-charge
ss Gomati District Polytechnic
Fulkumari Udaipur, Gomati Tripura

ICA/D-38/23

ড. বি. আর আম্বেদকরের ১৩৩ তম জন্মবার্ষিকী ২০২৩ রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা:-

ভারতের সংবিধানের প্রণেতা ড. বি. আর আম্বেদকরের ১৩৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হচ্ছে সর্ব সাধারনের জন্য।

বিষয়:- "সামাজিক আন্দোলনে ড. বি. আর আম্বেদকরের ভূমিকা" (১০০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রতিযোগীগণ আগামী ১৩ এপ্রিল বিকাল ৫:৩০ ঘটিকার মধ্যে অধিকর্তা, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, গোর্খাবস্তি পো:- কুঞ্জবন, আগরতলা-৭৯৯০০৬ অফিসে জমা দিতে পারিবেন এবং Email-directorscw@gmail.com এই Email এর মাধ্যমেও পাঠাতে পারিবেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে দপ্তরের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে।

১৩/০৪/২০২৩ ইং তারিখ বিকাল ৫:৩০ ঘটিকার পর প্রবন্ধ জমা রাখা হবে না এবং মেইল গৃহীত হবে না।

(সন্তোষ দাস)
অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর

ICA/D-37/23

ডিব্রুগরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফসার (ডাঃ) মানিক সাহা জগন্নাথ মন্দিরে পুজা দিয়েছেন বৃহস্পতিবার।

ডিব্রুগড়ে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডা) মানিক সাহা বৃহস্পতিবার ডিব্রুগরে যান। সেখানে তিনি ডিব্রুগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাছাড়া তিনি দেশের সবচেয়ে দীর্ঘ রেল কাম রোড ব্রিজ যা বগিবিল ব্রিজ নামে খ্যাত তা দেখেন। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গী। যদিও এই প্রকল্পটি মঞ্জুর হওয়ার পর কয়েক বছর যাবত তা বাস্তবায়িত হয়নি। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী ডিব্রুগড়ের জগন্নাথ মন্দিরে যান এবং ভগবান জগন্নাথের কাছে ত্রিপুরাবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেন। আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় যাবেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি প্রদেশ সভাপতিকে সংবর্ধনা জানানো হবে।

সন্তোষপুর স্টেশনে বিধ্বংসী আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ শিয়ালদা-বজবজ লাইনে

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি স)। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্তোষপুর স্টেশনের কাছে বিধ্বংসী আগুন। বৃহস্পতিবার বিকেলে স্টেশনের ২ নং প্ল্যাটফর্মের পাশে একটি ঝুপড়িতে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন যায়। কী কারণে অগ্নিকাণ্ড, তা এই লেখা পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কয়েক বার বিকট শব্দ শোনা যায়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। অগ্নিকাণ্ডের জেরে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, অন্তত ৩০-৪০টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।অগ্নিকাণ্ডের জেরে শিয়ালদহ-বজবজ শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। যার জেরে ভোগান্তিতে পড়েন অফিসফেরত যাত্রীরা। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেছেন, "যত দ্রুত সম্ভব আগুন নেভানোর চেষ্টা চালানো হয়। যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। চেষ্টা হয় যত দ্রুত সম্ভব পরিষেবা শুরুর।"

মন্ত্রী ও বিধায়কের উপস্থিতিতে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। শান্তির বাজার মহকুমার সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে আসলো মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া জোলাইবাড়ী বিধানসভা থেকে জয়লাভকরে মন্ত্রীর দায়িত্বপাওয়ার পর প্রথমবারের মতো জোলাইবাড়ী ব্লকে জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে রিভিউ মিটিং সংগঠীত করে। সেখানে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্যকে শান্তির বাজার মহকুমা ভিত্তিক রিভিউ মিটিং করার জন্যবলেন। মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার মহকুশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে মহকুমার সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে অনুষ্ঠীত করাহয় রিভিউ মিটিং। মিটিং শুরুর পূর্বে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের উদ্দ্যোগে মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্যের উদ্দ্যোগে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ও বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংকে সংবর্ধনা প্রদানকরাহয়। দীর্ঘ সময় ধরে এই রিভিউ মিটিং চলার পর মিটিং শেষে রিভিউ মিটিং এর বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ও বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া জানান লোকজনেরা যাতেকরে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবে পেতে পারে তারই প্রয়াসে আজকের এই কর্মসূচী। সকলে আশাবাদী মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার এইধরনে উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার মহকুমার লোকজনেরা সঠিক পরিষেবা পেয়ে যাবেন।

বিদ্যুত্তের উৎপাদন ও ব্যয় বৃদ্ধিতে ৯৯ নম্বর পেয়ে দেশে প্রথম স্থান ত্রিপুরার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম এবং দপ্তর পেয়েছে ৮৩ নম্বর। এই ক্ষেত্রে আরোও ১৭ যোগ করতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে কর্মচারীদের। প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত পর্যালোচনা বৈঠকের পৌরহিত্য করে বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।নীতী আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশ পেয়েছে ১০০ নম্বর। উৎপাদন ও ব্যয় বৃদ্ধিতে ৯৯ নম্বর পেয়ে প্রথম ত্রিপুরা। আত্ম তুষ্টির কোন জায়গা নেই। বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ দপ্তর ও বিদ্যুৎ নিগমের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত এই পর্যালোচনা বৈঠকের পৌরহিত্য করে বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব ব্রীজেশ পান্ডে, বিদ্যুৎ নিগমের এমডি দেবাশিস সরকার সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আধিকারিকেরা এই পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকলকে একত্রিত হয়ে এই সফলতা আনতে হবে বলে জানান মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত কোন ইঞ্জিনিয়ার তার ষ্টেশন ছাড়তে পারবে না। কারন এই সময়ে ঝড়ে বৃষ্টির প্রকোপ বেশী থাকে। তাই পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির জুভেনাইল হোম পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি. অমরনাথ গৌড় বৃহস্পতিবার নরসিংহগড়ের জুভেনাইল হোম পরিদর্শন করেন। যেখানে আবাসিকদের বসবাসের অবস্থা দেখতে পান। বেলা ৩টার দিকে প্রধান বিচারপতি কর্মকর্তাদের নিয়ে সেখানে আবাসিকদের দেখতে হোমে আসেন। তার আকস্মিক সফরের সময়, বিচারপতি গৌড আবাসিকদের জন্য খাবার, বাসস্থান এবং বিনোদনের মতো সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করেন। তিনি কয়েকজন আবাসিকের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যার খোঁজ নেন। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকে আসা কিশোরদের সংখ্যা নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। একজন বাংলাদেশী মহিলার কথা শুনে বিচারপতি গৌড সেখানে উপস্থিত কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন যে এখানে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহায়তায় বন্দীকে তার মাতৃভূমিতে প্রত্যাবাসনের পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে একজন বন্দী যোগব্যায়ামও করেছেন। তিনি জুভেনাইল হোম কর্তৃপক্ষকে প্রশিক্ষিত কাউন্সেলরদের দ্বারা কিশোরদের জন্য নিয়মিত কাউন্সেলিং করার পরামর্শ দেন।

ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতার শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। সদর মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষা বিষয়ক দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মহকুমা ভিত্তিক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।নেতাজী সুভাষ রোড স্থিত ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোশারী মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় বানিজ্য ভবনে হয় এই শিবির। উদ্বোধক সদর মহকুমা শাসক অরুপ রায় জানান দপ্তরের মন্ত্রী কিছু দিন আগে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহকুমা স্তরে এই শিবির করা হচ্ছে। এই শিবিড়ে ভাল সাড়া মিলেছে। বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যাতে সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় থাকে এবং যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে সেই লক্ষ্যে শিবিরে আলোচনা করা হয়।একই সঙ্গে বাজারে দ্রব্য মূল্যের নিয়ন্ত্রন বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলে জানান সদর মহকুমা শাসক। মহারাজগঞ্জ বাজারের পর শহরের প্রতিটি বাজারে এই ধরনের শিবির করার কথা জানান তিনি। উল্লেখ্য রাজ্যের কোথাও যাতে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দ্রব্যমূলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো না হয় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এ ধরনের বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রশাসন। এই উদ্যোগ গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন কালোবাজারিরা সতর্ক থাকবে ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষ ও সচেতন হবেন। প্রশাসনের তরফ থেকে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের তরফ থেকেও স্বাগত জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরায় ১৪২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, আটক অসমের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। আবারও নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। খোয়াই জেলায় বাইজলবাড়ী ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অসমের একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১৭ প্যাকেট শুঁকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে। ওই ১৭ প্যাকেটে মোট ১৪২ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক। সাথে অসমের বাসিন্দা গাড়ির চালককেও পুলিশ আটক করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
তিনি বলেন, আজ গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা পাচারের গোপন সুত্রে খবর পেয়েছিল বাইজলবাড়ি ফাঁড়ি। সেই খবরের ভিত্তিতে আজ সকাল আনুমানিক আটটা নাগাদ ফাঁড়ির সামনেই নাকা চেকিংয়ে বসেছিল পুলিশ। ওই সময় এএস০১এফ সি৭৪০৫ নম্বরের একটি বোলেরো গাড়ি আটক করে তাতে তল্লাশি চালিয়ে ১৭টি প্যাকেটে ১৪২কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সমস্ত গাঁজা গাড়ির ভেতরে লুকানো ছিল, জানান তিনি।
সাথে তিনি যোগ করেন, ওই গাড়ির চালক অসমের বঙ্গাইগাঁওয়ের বাসিন্দা আখিরুল ইসলাম(২৭)কে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

১৮ বছর যাবত স্বামীর নির্যাতনে অতিষ্ট গৃহবধূ পুলিশের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। পারিবারিক সমস্যা ও যৌতুকের জন্য দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার এক গৃহবধূ। ঘটনা বিশালগড়ের বাইদ্যারদিঘি ধ্বজনগর এলাকায়। জানা যায় এলাকার বাসিন্দা জামাল হোসেন তার স্ত্রী শিল্পী আক্তারের উপর প্রতিনিয়ত নির্যাতন চালায়। স্ত্রী শিল্পী আক্তারের বাম হাত ভেঙ্গে দেয় স্বামী জামাল হোসেন। সামাজিক রীতি মেনে বাইদ্যারদিঘি ধ্বজনগর এলাকার জামাল হোসেন সঙ্গে ১৮ বছর পূর্বে বিয়ে হয় শিল্পী আক্তারের। বর্তমানে তাদের একটি কন্যা সন্তান ও দুইটি পুত্র সন্তান রয়েছে। সন্তান জন্ম হওয়ার পর শিল্পী আক্তারের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্ত্রী শিল্পী আক্তারকে মারধর করে এবং বাম হাত ভেঙ্গে দেয় স্বামী জামাল হোসেন। পরবর্তী সময় আক্রান্ত শিল্পী আক্তারের বাপের বাড়ির লোকজন ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আক্রান্ত গৃহবধূকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে বিশালগড় থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আক্রান্ত শিল্পী আক্তার। আক্রান্ত স্ত্রী শিল্পী আক্তার সাংবাদিকদের দ্বারস্থ হয়ে স্বামীর কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

অটো চালানোর ইচ্ছা দুর্ঘটনা ডেকে এনেছে, গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ এপ্রিল।। প্রশিক্ষিত না হয়েই অটো চালানোর ইচ্ছা বড়সড় বিপদ ডেকে এনেছে। ভগ্নিপতির আবদার মেনে অটো চালাতে দিয়ে মনুরমুখ এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন চালক সহ দুই জন। পুলিশ জানিয়েছে, অটো চালক বলরাম দাস(৪৫) গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর ভগ্নিপতি চিরঞ্জিত দাস(২২)ও গুরুতর আহত হয়েছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, বিলোনিয়া থানাধীন জয়নগর থেকে মনুরমুখ যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অটো দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। তাতে, অটো চালক বলরাম দেবনাথ ও তাঁর ভগ্নিপতি চিরঞ্জিত দাস গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে অটো চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় মানুষ তাঁর ভগ্নিপতিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।
এদিকে, চিকিৎসকরা বলরামের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। তাঁর ভগ্নিপতি জানিয়েছেন, অটো চালানোর চেষ্টা দুর্ঘটনা ডেকে এনেছে।

আগরতলা প্রেসক্লাবে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। এবার চোরের দল থাবা বসালো আগরতলা প্রেসক্লাবে। চুরির ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই সাংবাদিক মহলে তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায় গতকাল রাতে প্রেসক্লাবের আলমারি ভেঙ্গে নগদ ২০০০ টাকা সহ অন্যান্য কিছু সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে। আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রেস ক্লাবের ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগ জনক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে বিভিন্ন মহল। এই ঘটনার পর রাজধানীর আগরতলা শহর এলাকায় রাত্রীকালীন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায় বুধবার রাতে আগরতলার প্রেস ক্লাবে থাবা বসায় চোরের দল। বৃহস্পিবার নজরে আসে বিসয়টি। প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে জানান
প্রেস ক্লাবের ভেতরে প্রবেশ করে চোরের দল। নগদ ২০০০ টাকা সহ কিছু সামগ্রী নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে প্রেস ক্লাবের দায়িত্বে থাকা কর্মী এসে দেখেন চুরি হয়েছে ক্লাব ঘরে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় পশ্চিম আগরতলা থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে জানান, ধারণা করা হচ্ছে এদিন আগে থেকেই চোর সিঁড়ির কক্ষে লুকিয়ে ছিল। রাতের বেলা গেস্ট রুমের বাইরে দিয়ে লক করে এই ঘটনা সংগঠিত করেছে। তবে যে আলমারি গুলির লক ভেঙেছে তার মধ্যে তেমন কোন মূল্যবান সামগ্রী বা নথিপত্র ছিল না। কিন্তু কিছু সামগ্রী এবং নগদ অর্থ নিয়ে গেছে বলে জানান তিনি। আগরতলা প্রেসক্লাব এলাকায় রাতে পুলিশের টহল জোরদার করার দাবি উঠেছে। এদিকে পুলিশ ঘটনার তথ্য শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত চুরির ঘটনায় কাউকে আটক করতে সক্ষম হয়নি।

লেনদেন নিয়ে বিবাদ দুই পরিবারে, গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ধার নেওয়া এক হাজার টাকার জন্য দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ। গুরুতর আহত দুইজন। ঘটনা ধর্মনগর ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড এলাকায়। আহতরা ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, করিম উদ্দিন একজন গাড়ি চালক। সে বাবুল মিঞার কাছ থেকে ১০০০ টাকা ধার নিয়েছিল। বাবুল মিঞা পরে করিম উদ্দিনের বাবাকে টাকা পরিশোধ করতে বলে। বৃহস্পতিবার করিম উদ্দিন গাড়ি নিয়ে বের হলে বাবুল মিঞার সাথে দেখা হয়। তখন সে বাবুল মিঞাকে এক হাজার টাকা মিটিয়ে দেবে বলে আশ্বস্ত করেন করিম উদ্দিন। ইতিমধ্যেই পাশের বাড়ি থেকে ইসলাম উদ্দিন ,তার ছেলে ইমন আলী এবং ইসলামের স্ত্রী মনোয়ারা আলী করিম উদ্দিনের উপর দা লাঠি নিয়ে হামলা চালায়। ঘর থেকে ছুটে আসে করিম উদ্দিনের স্ত্রী হাসিনা বিবি। তারা হাসিনা বিবির উপরও হামলা চালায়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় করিম উদ্দিন এবং তার স্ত্রী হাসিনা বিবি উত্তর জেলা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক স্বেচ্ছায় রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টির কৃষ্ণপুর মন্ডল কমিটি। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপুর বিজেপি মন্ডল অফিসে আয়োজিত হয় মেগা রক্তদান শিবির। এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণপুর মন্ডল সভাপতি তপন নম দাস, বিজেপি খোয়াই জেলা সম্পাদক বিজন কর, সহ বিজেপি দলের নেতা নেতৃত্বরা। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন এই রক্তদানে প্রায় ৪৫ জন কার্যকর্তারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। রক্তদান জীবন দান এই স্লোগান কে সামনে রেখে সকলকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

ভারতের বিশ্বমানের ডিজিটাল পরিকাঠামো অনেক দেশের অনুকরণযোগ্য: আইএমএফ পেপার

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল।। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) একটি ওয়ার্কিং পেপারে বলা হয়েছে, ভারত একটি বিশ্বমানের ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো তৈরি করেছে যা জীবন ও অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করছে এবং এটি অনেক দেশের জন্য একটি শিক্ষা হতে পারে।
ইন্ডিয়া স্ট্যাক ভারতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) এর একটি সেটের সম্মিলিত নাম।
এটি তিনটি ভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত - ইউনিক আইডেন্টিটি (আধার), কমপ্লিমেন্টারি পেমেন্ট সিস্টেম (ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস, আধার পেমেন্টস ব্রিজ, আধার সক্ষম পেমেন্ট সার্ভিস), এবং ডেটা এক্সচেঞ্জ (ডিজিলকার এবং অ্যাকাউন্ট অ্যাগ্রিগেটর)।
"স্ট্যাকিং আপ দ্য বেনিফিটস: লেসনস ফ্রম ইন্ডিয়াস ডিজিটাল জার্নি" শিরোনামে একটি ওয়ার্কিং পেপারে বলা হয়েছে, একসাথে তারা অনলাইন, কাগজবিহীন, নগদহীন এবং গোপনীয়তা-সম্মানযুক্ত ডিজিটাল অ্যাক্সেসকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবাগুলিতে সক্ষম।এই বিনিয়োগের সুফল সারা দেশে অনুভূত হয়েছে এবং মহামারীর সময় ভারতকে ভালভাবে সেবা করেছে, আধার সরকারি কোষাগারের অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সামাজিক সুরক্ষা নেট পেমেন্ট স্থানান্তরকে সহজতর করতে সহায়তা করেছে, লিকেজ হ্রাস করতে, দুর্নীতি রোধ করতে এবং কভারেজ বাড়ানোর জন্য কার্যকরভাবে পরিবারের কাছে পৌঁছানোর একটি সরঞ্জাম সরবরাহ করতে সহায়তা করেছে।
ভারত সরকারের অনুমান, ২০২১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্কারের কারণে জিডিপির প্রায় ১.১ শতাংশ ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে।
'এই ডিজিটাল পরিকাঠামো ব্যবহার করে ভারত অতিমারীর সময় দরিদ্র পরিবারের একটি চিত্তাকর্ষক অংশকে দ্রুত সহায়তা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিল। মহামারীর প্রথম মাসগুলিতে প্রায় ৮৭ শতাংশ দরিদ্র পরিবার কমপক্ষে একটি সুবিধা পেয়েছিল।
ইন্ডিয়া স্ট্যাক উদ্ভাবন এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করার জন্য; বাজার সম্প্রসারণ; আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ঘনিষ্ঠ ব্যবধান; সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি; এবং সরকারি ব্যয় দক্ষতা উন্নত করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
ডিজিটাল পেমেন্ট এখন সর্বজনীন, ইউপিআই ভলিউম অনুসারে সমস্ত পেমেন্ট লেনদেনের ৬৮ শতাংশ।
ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবহার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের গ্রাহক বেস প্রসারিত করেছে, তাদের নগদ প্রবাহ নথিভুক্ত করেছে এবং অর্থের অ্যাক্সেস উন্নত করেছে।
২০২১ সালের আগস্টে প্রথম চালু হওয়ার পর থেকে অ্যাকাউন্ট অ্যাগ্রিগেটরের মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবাগুলিতে সহজ অ্যাক্সেস থেকে প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন ব্যক্তি এবং সংস্থা উপকৃত হয়েছে এবং এর গ্রহণ দ্রুত বাড়ছে।ডিজিটালাইজেশন অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকতাকেও সমর্থন করেছে, কারণ জুলাই ২০১৭ থেকে মার্চ ২০২২ এর মধ্যে প্রায় ৮.৮ মিলিয়ন নতুন করদাতা জিএসটির জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।
সরকারি চাকরির বিধান সুশৃঙ্খল করা হয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, নাগরিকরা একটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারি করা নথিগুলি অ্যাক্সেস করতে পারেন।
একইভাবে, ইন্ডিয়া স্ট্যাক আপনার গ্রাহককে জানুন পদ্ধতিগুলি ডিজিটাইজ এবং সরলীকৃত করেছে, খরচ হ্রাস করেছে; ই-কেওয়াইসি ব্যবহারকারি ব্যাংকগুলো তাদের কমপ্লায়েন্স খরচ ১২ ডলার থেকে কমিয়ে ৬ সেন্ট করেছে।
খরচ কমে যাওয়ায় নিম্ন আয়ের গ্রাহকরা সেবার প্রতি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এবং নতুন পণ্য তৈরির জন্য মুনাফা অর্জন করেছে।
আর্থিক অন্তর্ভুক্তির একটি উদাহরণ তুলে ধরে পত্রিকাটি বলেছে, ২০১৪ সালে সরকার বিনা মূল্যে, কম খরচে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সুবিধা দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল, যা ব্যাংক অ্যাকাউন্টযুক্ত ব্যক্তিদের কভারেজ দ্বিগুণ করেছিল।জনধন প্রকল্পটি আর্থিকভাবে অনগ্রসর, বিশেষত গ্রামীণ মহিলাদের লক্ষ্য করে হয়েছিল। এই উদ্যোগের আওতায় ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত শহর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলে ৪৬২.৫ মিলিয়ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।
ডিজিটাল ব্যাকবোন ব্যবহারের ফলে ভারত দ্রুত তার ভ্যাকসিন সরবরাহ এবং বড় আকারের অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের মতো চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা এবং জ্যামাইকায় তাদের টিকাদান কর্মসূচিকে সহজতর করতে কোউইনের অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।
চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে কাগজটি বলেছে যে ভারতে এখনও বিস্তৃত ডেটা সুরক্ষা আইন অনুপস্থিত এবং নাগরিকদের গোপনীয়তা রক্ষা, বিভিন্ন সংস্থা এবং সরকারকে নির্বিচারে ডেটা সংগ্রহ করা থেকে বিরত রাখতে এবং সংস্থাসমূহ এবং সরকারকে ডেটা লঙ্ঘনের জন্য দায়বদ্ধ করার জন্য একটি শক্তিশালী ডেটা সুরক্ষা কাঠামো অপরিহার্য।ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) সামাজিক সহায়তাকে আরও স্থিতিস্থাপক এবং অভিযোজনযোগ্য করার প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে পারে।উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে, আধার ব্যবহার করে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা যেতে পারে।
পরিশেষে বলা হয়, ডিপিআই ব্যবহার করে ভারত সাধারণ সরকারের আর্থিক প্রতিবেদনের সময়সীমা, গুণমান এবং কভারেজ উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে, একই সাথে তার নাগরিকদের জন্য আর্থিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে পারে, যা সরকারি খাতের জবাবদিহিতা উন্নত করার একটি মূল বিষয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।